‘ইংলিশ, অগষ্ট’

বিকাশ শীল

ö±õþîÏûþ õ±™¦õ ‘ý×Ñ¿ùú, Õá©†’

/বড়নব্দ নব্দ চস্তুন্ত্র, ড্ড্রন,ত্র ন্তস্তুন্দ্বম্মান্দ্বস্তুন্দ্বব্ধ ন্তুপ্সব্তুব্ধজন্তুত্রস্তু ঙ্পব্ধ ব্ধড়ন্দ্ব খ্রন্দ, ভ্রন্দ্বত্রজন্দ্ব ব্দন্দ্বজ্রব্ধব্দ প্সন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ম্মান্দ্বপ্সম্মাপ্তন্দ্ব.*--- Õ±Ëù±äÉ ë×óùt ë×Bä±õþí¿é ÷ðò±õþ Ûßæò óÅ¿ùú ÕñÏŽß •Ûü. ¿ó.— ¿÷Ð ñÏõþ ±æ ßÅ÷±Ëõþõþ¼ õËù¿åËùò Õá™¦ÉËß ›¶ï÷ ü±Ž±Ëîõþ Î¹¶¿ŽËî¼ Õá™¦É Îß· ÷ðò± Îß±ï±ûþ· ‘Õá™¦É Îüò’ ë×ó÷òÅÉ äÉ±é±¿æÇõþ •1959---— ›¶ï÷ ë×óòÉ±ü ‘ý×Ñ¿ùú, Õá©†--- Ûß¿é ö ±õþîÏûþ áŠ’’ছড্রন্ধপ্তনব্দড়, টুব্তন্ধব্তব্দব্ধ)টু চস্তুন্ত্র ত্রব্ধপ্সব্জন্ত ১৯৮৮গ্ন-Ûõþ ÷Óù ä¿õþS¼ ë×ó÷òÅÉõþ Õ±Ëõþ ± ðÅ¿é ë×óòÉ±ü Õ±Ëå *বড়ন্দ্ব ন্ত্রব্দব্ধ চব্তব্জস্তুন্দ্ব ছ১৯৯৩গ্ন এবং বড়ন্দ্ব ত্তব্তপ্পপ্পন্দ্বজনন্দ্বব্দ প্সন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব,ন্দ্বপ্তন্দ্রজন্দ্ব ত্রব্ধব্ধন্দ্বছ২০০০গ্ন¼ ¿ð{¡Ï¿òõ±üÏ ¿ýËüËõ ÷ðò±ûþ ¿òûÅM, Õ¿õõ±¿ýî 24 õåËõþõþ Õá™¦É Îüò õdî ÕËñÇß õ±ã±ùÏ, ß±õþò Õá™¦É îï± Ý&õþ মা গোয়ানিজ, বাবা বাঙালী---- বর্তমানে কলকাতার রাজভবনে ব াংলার গভর্নর (রাজ্যপাল)। দিল্লিতে কাকা পল্টুকাকুর বাড়ীতে থেকে পড়াশোনা অগস্তর। পল্টুকাকু সাংবাদিক। অর্থাৎ কলকাতা এবং দিল্লির মতো শহুরে কেতায়, সমাজব্যবস্থায় সে অভ্যস্ত। মদ এবং গাঁজায় ভালোরকম আসক্ত অগস্ত নিজ-প্রজন্মের প্রচলিত ধরন-ধারনে যেন বা বাধ্যবলি। খুব ছোটবেলায় মাকে হারানোর জন্য তার ছোট্টবেলাটি কেটেছে দার্জিলিং বোর্ডিং হাউসে। অর্থাৎ বাবা-মার নিয়মিত স্নেহ-সান্নিধ্য থেকে সে বঞ্চিত। এ হেন সদ্য আই এ এস অগস্ত জেলা শহর মদনার নানা সরকারী অফিসে কাজ দেখা-শেখার পর্বে লগ্ন। এই পর্বে অগস্তর নানা অভূতপূর্ব অভি জ্ঞতা এবং শিক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে। মাত্র কয়েক সপ্তাহের নবিশী পর্ব শেষে অগস্ত স্থায়ীভাবেচপ্তপ্সন্তন্স ডডন্দ্বন্দ্বপ্তপ্সম্মাপ্পন্দ্বব্ধ খন্দ্রন্দ্রনন্তন্দ্বজ ছচড্ডখগ্ন¿ýü±Ëõ ß±Ëæ Îû±á ÎðËõ¼ üõþß±õþÏ Õ¿ôü üÑS±™L Õ¿ö:î±, ÕòÅöÅ¿î õ± Õõ±ß ó¿õþäËûþõþ ›¶üË/ û±Ýûþ±õþ Õ±Ëá Îæù± úýõþ ÷ðò±õþ üÑ¿ŽÏ ó¿õþäûþ ÎòÝûþ± û±ß¼

¼¼ ÷ðò± ¼¼

জেলাটি তেমন ছোট নয়--- ১৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এর দক্ষিণে আছে জঙ্গল। জায়গাটা খুব গরম, অস্বাস্থ্যকর,জল ভালো নয়, ফলতঃ অসুখবিসুখের আখড়া। এবং এতটাই গরম যে লোকজনকে সকাল আটটা থেকেই মাথায় গামছা বা তোয়ালে জড়াতে হয়। শোনা যায়, মে মাসের গরমে নাকি আকাশের উড়ন্ত পাখী মরে নীচে পড়ে যায়। মশার উপদ্রব ভীষণ। এমনই যে মশা - তাড়ানোর ধূপ বা ফ্লিট্জাতীয় ঔষধও তাদের বিন্দুমাত্র কাবু করতে পারে না।অগস্তর মনে হয়েছে কলকাতার বিখ্যাত মশাও এদের কাছে তুচ্ছ। এই মদনার বিশাল এলাকা জুড়ে প্রায় পাশাপাশি সরকারী দপ্তরগুলির অবস্থান কালেক্টরের অফিস, এস পি-র অফিস, জেলা সেশন জজের অফিস, তার পরে জেলা কাউন্সিল অফিস, এস ডি ও-র অফিস ইত্যাদি। দিল্লী থেকে ১৪০০ কিলোমিটার দূরত্বের এই জেলা শহরে প্রথম দিন থেকেই অগস্তর নানান অভিজ্ঞতা হয়--- কখনো তা কৌতুকের, কখনো আবার তিক্ত বাস্তবের। প্রথম অভিজ্ঞতা মদনাগামী ট্রেনে ত ার নাম সংক্রান্ত

'Agastya? What kind of a name is Agastya? জনৈক সহযাত্রীর প্রশ্নের উত্তরে অগস্ত্যকে রামায়ণ, মহাভারতের প্রসঙ্গ তুলে জানাতে হয়েছে, অগস্ত্য কে ছিলেন।

অগস্ত্য কেবলমাত্র রামায়ণ বা মহাভারতের অনুষঙ্গেই পরিচিত নন, তিনি বেদেরও একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন--- তেজোময় সূর্য ও বণের পুত্র। আবার ভাগবতে তাঁর পিতার নাম পুলস্ত দেখি। অগস্ত্যের একাধিক নাম আছে 'কলসীসূত, ঘটোৎভব, কুম্ভসম্ভব, কুম্ভযোনী, মৈত্রাবানি; সমুদ্র পান করেছিলেন বলে পীতাব্ধি, বাতাপিকে বিনাশ করেছিলেন বলে বাতাপিদ্বীট, উর্বশীয়, আগ্নেয়, বিন্ধ্যকে শাসন করেছিলেন বলে বিন্ধ্যকূট, ক্ষুদ্রাকৃতি বলে নাম মান। অকৃতদার থাকার প্রতিজ্ঞা করেও তিনি পূর্বপুষদের বিশেষ অনুরোধে বংশরক্ষার জন্য তপোবলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ অংশগুলো নিয়ে এক পরমাসুন্দরী কন্যা সৃষ্টি করে বিদর্ভরাজের হাতে তাকে প্রতিপালনের ভার দিয়েছিলেন। কন্যাটির নাম লোপামুদ্রা। সময়কালে লোপামুদ্রা ঋতুমতী হলে তাঁর গর্ভে দৃঢ়স্যু নামে এক পুত্রের জন্মও দেন। আর মহাভারতের কাহিনীতে তিনি শিষ্য বিন্ধ্যপর্বতের ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য উপস্থিতহলে বিন্ধ্যপর্বত গুকে (অগস্ত্য) নতমস্তকে প্রণাম করতে চাইলে অগস্ত্য তাঁকে বলেছিলেন, আমি যতক্ষণ প্রত্যাবর্তন না করি ততক্ষণ তুমি এভাবেই অবস্থান কর। অগস্ত্য আর ফেরেন নি। সে দিনটি ১লা ভাদ্র। এজন্য আজো ১লা ভাদ্র বা যে কোনো মাসের পয়লা শুভযাত্রা নিষিদ্ধ। লোককথায় বলা হয় 'অগস্ত্য যাত্রা'। আরো ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী নহুষকে শাপ দিয়ে সাপে পরিণত করে ইন্দ্রকে বাঁচিয়েছিলেন। রামায়ণে, বনবাসকালে রামকে নিজের আশ্রমে উপস্থিত দেখে অগস্ত্য বৈষ্ণবধনু, অক্ষয়তূনীর ও নানা মহাস্ত্র দান করেন। বলা বাহুল্য, উপন্যাসে বিধৃত অগস্ত্য সেন এ-প্রজন্মের মানুষ--নিছক একজন IAS অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের অসংখ্য আমলার মধ্যে নেহাত নগন্য একজন সদ্য- আমলা।
নামের প্রসঙ্গ উঠল যখন, বলি, আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতার নামও মহাভারত - আশ্রিত। ফের মহাভারতেইউপমন্যুর একাধিক বৃত্তান্ত পাঠক খেয়াল করবেন।
মহর্ষি আয়োদধৌম্যের শিষ্য--- ইনি অচলা গুভক্তির জন্য বিখ্যাত। কিংবদন্তী এই গু ধৌম্যের গো-চারণের ফাঁকে ফাঁকে ভিক্ষা করে উপমন্যু উদরপূর্তি করতেন। গু অবশ্য তা নিষেধ করেন। পরে গাভীগণের মুখনিঃসৃত ফেনা খেতে শু করেন--- গু তাও নিষেধ করেন। ফলে, খিদের জ্বালায় অগত্যা আকন্দ পাতা চিবিয়ে খেয়ে অন্ধ হয়ে যান এবং পথের মধ্যে একটা কুয়োয় পড়ে যান। অবশেষে, ধৌম্য শিষ্যকে খুঁজে বার করেন এবং দেববৈদ্যঅশ্বিনীকুমারের দয়ায় উপমন্যু ফের চক্ষুষ্মান হন, তাঁর দাঁত হিরন্ময় হয়ে ওঠে। এমনই ছিল অন্য সূত্রে মহর্ষি ব্যাঘ্রপাদের পুত্র উপমন্যু কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করে অজয় অমর সর্বজ্ঞ ও সুদর্শন হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণকে তপস্যার দীক্ষাও দেন।
তথ্য এই, রচয়িতা উপমন্যু চ্যাটার্জিও ভারতবর্ষের অসংখ্য IAS এর মধ্যে এক জন IAS

।।দুই।।
উপন্যাসে ফিরি। নবিশী পর্বে প্রথম দিন জেলাশাসক তথা কালেক্টর শ্রীবাস্তবের অফিসে প্রাথমিক পরিচয়ের সময়ই স্বাধীন ভারতবর্ষের ভীষণ নিরবচ্ছিন্ন একটা ঘা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে দুনীর্তি। উপন্যাসে দুর্নীতির বাস্তবসম্মত এবং প্রায় - রোজের অভ্যাসজনিত উদাহরণে যাবার আগে মনস্বী অন্নদা দত্তের যোগ্য পর্যবেক্ষণটি খেয়াল করলেসুবিধা পাঠকের
''সেবা নয়, সৃষ্টি নয়, শুধু পাওয়া অথবা পাইয়ে দেওয়াই যখন প্রধান হয়ে ওঠে বিভিন্ন দলে এবং প্রতিষ্ঠানে, তখন এটাই জানতে হবে যে, বৃদ্ধির পথে নয় বরং সমাজকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ক্ষয়ের দিকে। পাইয়ে দিতে দিতেই আমরা সবাইকে নিয়ে অধঃপাতে যাই। দুর্নীতির এই এক আশ্চর্য লক্ষণ।'' (পৃ/ ৩৫৩ দুর্নীতি / প্রবন্ধসংগ্রহ)কেননা ''সমাজের সেবার চেয়ে স্বার্থচিন্তা তখন বড় হয়ে দেখা দেয়'' (তদেব)। অর্থাৎ সরকারী নিময়নীতি আইনকেঅগ্রাহ্য করে, দেশের কাজকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিক বা অতিসীমিত কয়েকজনের স্বার্থে সরকারী সুযোগ ও ক্ষমতাকেপ্রয়োগ করা। এক্ষেত্রে দুর্নীতির উৎস এবং শ্রীবাস্তব ফেটে পড়েন
I want to suspend this supply officer bugger. That corrupt cement dealer in Pinchri taluka has again been passing off bloody sand as cement and this supply officer can't haul him up because he's getting his cut too."

বলা বাহুল্য, এমনতর দেখাশোনাজনিত নানান অভিনব অভিজ্ঞতা, ধারাবাহিক ঘটনার সাক্ষী হতে হবে অগস্ত্যকে। স্বাধীন ভারতের তথাকথিত শাসককুল ও তাদের সচিব সহকারীবৃন্দ, অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের আত্মক্ষয়ী কীর্তিকলাপ (!) আমজনত ার পক্ষে আজ আর কোনো নতুন আবিষ্কার নয়। কারণ আমজনতাই এদের কীর্তির প্রত্যক্ষ বাপরোক্ষ শিকার। এমন তীব্র চোরা বহতার ক্ষমতা ও তার অতিনিবিষ্ট প্রয়োগ, ওপর থেকে নীচ অবধি, যেন বা গা-সওয়া হয়ে উঠেছে। উপন্যাস থেকেই একটি দৃষ্টান্ত থাক

যেমন মাসিক সংহতি সভা। মদনায় কিছুদিন আগে হঠাৎই হিন্দু - মুসলিম দাঙ্গা লাগে, যদিও মদনায় এ ধরনের দাঙ্গা অ াগে কখনো ঘটে নি। তো সাধু উদ্দেশ্য এবং প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও সভায় ঠিক কি ঘটে, কী তার প্রকৃত রূপ, তা শ্রীবাস্তবের কথা জানা যায়

The last Collector, Antony, was transferred, I think because of the riots. They said he'd bangled there, but more likely the politicians who were actually behind the riots, just wanted a scapegoat. These politicians bastards, you will really know what they are like when you're Block Development Officer. So we formed an Integration committee…Both Hindu and Muslim goondas get together and eat and waste time.

এরপর রেভিনিউ অফিসারদের সভা জেলার। মদনা জেলার চার এস ডি ও এবং দশজন তহশিলদারকে নিয়ে এ সভাও ম াসিক। একটি অবশ্য পুরোপুরি সরকারী। সভার আলোচ্য সূচীতে চোখ বোলাতে জানা যায় জেলাভিত্তিক আমলাদের প্রশাসনিক ছবি Revenue Drive, Recovery of Govt. Misappropriation of Govt. Money by Patwaries, Revenue Chase Pendency/Agricultural Census, Pending Pension cases ইত্যাদি। এ সভাতে রামেরির সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট মেননের সঙ্গে পরিচিত হয় অগস্ত্য। আত্মতৃপ্ত মেনন কথাপ্রসঙ্গে জানায় বৃটিশ আমলের অ ামলাদের মতো হলে চলবে না (সাধারণ মানুষের সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্ক থাকতো না কিংবা to wear solatopee…Relic of the Raj) অবশ্য কেবল Sola Topi তেই বৃটিশরাজের চিহ্নায়ন সীমাবদ্ধ ছিল না, জর্জ ক ার্জনের বন্ধু বিখ্যাত উপনিবেশবাদী কলোনেল ফ্রান্সিস ইয়ংহাজবেন্ড রাজের গর্ব ও গাম্ভীর্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে খুব যত্নবান ছিলেন। একটা হিসেবে ১৯০৩-০৪ সালে তিনি নিয়মিত একাধিক টুপি ব্যবহার করতেন, যেমন শিকার টুপি, হালকা এবং মোটা সোলার টুপি, খাঁকি এবং শাদা হেলমেট, বাদামী ফেল্ট টুপি, ফোরেজ টুপি, শাদা পানামা ইত্যাদি। অলিখিত যে নির্দেশটি ছিল, কোনো ইংরেজ মাথা খালি রাখতেন না অর্থাৎ পদমর্যাদা অনুযায়ী টুপির ব্যবহার চাই। অথাৎ আমল াতন্ত্রের ভারতীয়করণ জরী। মেননের কথাটা অভিনিবেশ দাবী করে। ১৮৩৩ টি বি ম্যাক্‌লে বক্তৃতা প্রসঙ্গে যে কথাটা বলেছিলেন, /বড়ন্দ্ব ব্দন্তন্দ্বম্নাব্ধন্দ্বজ প্পব্লম্ভ ম্মব্দব্দত্রভ্রম্ভ ন্দ্রজপ্পপ্প ত্তব্দ. দ্দনন্তব্ধপ্পজ্জম্ভ প্পব্লম্ভ ন্ধ ন্তত্তপ্পব্দব্ধব্ধ ব্ধপ্প প্পত্তজ ত্রজপ্পব্দ. চত্তব্ধ ব্ধড়ন্দ্বজন্দ্বত্রজন্দ্ব ব্ধজনত্তপ্পম্নাড়ব্দ ভ্রড়নন্তড়ত্রজন্দ্ব ন্দ্রপ্পপ্তপ্তপ্পভ্রন্দ্বস্তু ত্তৃপ্প জন্দ্বন্দ্বজব্দন্দ্ব* -কথাটি যে কতটা সত্য তা বিখ্যাত ঐতিহাসির হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির গার্ডিনার অধ্যাপক সুগত বোসের গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণই সাক্ষী

"The same colonial bureaucracy was resurrected, simply to apply the various regulatory controls…" (The Statesmen 15/08/04-08th day) সুতরাং স্বাধীনতার পরেও স্বাধীনতা পূর্বের আমলাতন্ত্র যে অচল, মেনন সেটাই বলেছেন তবু সেই কলোনী মানসিকতা আজো কর্তৃপক্ষের যেন বা প্রথম পছন্দ। এ সম্পর্কে নীরদ সি চৌধুরীর কণ খেদোক্তি মেলালেই আমাদের বক্তব্য বোঝা যাবে। /ড়ন্দ্বন্দ্বন্দ্বজ ঢ ড্রন্দ্ব ব্ধজনন্দ্বস্তু ব্ধপ্প ত্নজন্দ্বব্দন্দ্বব্ধত্র ম্নাপ্পপ্তনব্ধনন্তত্রপ্ত প্পজ ন্দ্বন্তপ্পপ্পপ্পনন্ত ম্নাজপ্পস্তুন্দ্বপ্পত্রব্ধ নব্ধব্দ ব্দনপ্পম্নাপ্তন্দ্বব্দব্ধ ব্ধপ্প ব্ধড়ন্দ্ব ত্তৃজন্দ্বত্তন্তত্রব্ধব্দ ন্দ ব্ধড়ন্দ্ব ঢপ্তন্ত্র ব্দন্দ্বন্তজন্দ্বব্ধজন্ত্রব্ধ, ব্ধড়ন্দ্বম্ভ ড্রন্দ্ব জন্দ্বত্তপ্পন্দ্বস্তু প্পন্দ্ব প্তপ্পন্দ্রব্ধনপ্তম্ভ ভ্রনব্ধড় ব্ধড়ন্দ্ব জন্দ্বপ্পত্রজপ্পজ্জ 'ঢব্ধ'ব্দ ত্পব্ধ ব্দপ্প ব্দনপ্পম্নাপ্তন্দ্বত্রব্দ ব্ধড্রব্ধ' ঢ ন্দ্রত্রত্তব্ধ, ব্ধড়ন্দ্বনজ ন্তপ্পন্দ্রনজপ্পন্দ্বস্তু ড্রত্বব্ধ, নব্দ ব্ধপ্পত্রপ্তপ্তপ্পভ্র ন্দ্বন্দ্বজম্ভ ব্দন্সন্দ্বন্ত প্পন্দ্র ব্ধড়জন্দ্বস্তু ব্ধপ্প ন্ধ ন্দ্বব্ধব্ধপ্তন্দ্বস্তুত্রস্তু ব্ধড়ন্দ্ব ব্দম্নান্দ্বস্তু ব্ধড়ন্দ্বনজ স্তুত্রম্ভব্দ ব্ধজম্ভন্দ্ব ব্ধপ্প স্তুনব্দন্দ্বব্ধপ্তন্দ্ব নব্ধ. বড়ন্দ্বম্ভ ন্দ্বন্দ্বজ স্তুজন্দ্বপ্পব্ধ প্পন্দ্র ন্তত্তব্ধব্ধন্দ্ব ব্ধড়ন্দ্ব গুপ্পজস্তুন্ত্র প্পপ্পব্ধস্থ* ছথন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ত্তন্দ্বব্ধড়প্পস্তুঙ্গম্না.৮৩- বড়জন্দ্বন্দ্ব ড্রপ্পজব্দন্দ্বপ্পন্দ্ব প্পন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ত্বন্দ্বভ্র টম্নাপ্পস্তত্রপ্তম্নাব্দন্দ্ব- ত্বনজপ্পস্তু ট্র ট্রড়প্পত্তস্তুড়ত্তজনগ্ন

যাই হোক সভা শু হয়। জেলাশাসক চিৎকার করেই বলতে থাকনে সরকারী আমলাদের ইতিকর্তব্য বিষয়ে। প্রথম সূচিটিই নিয়ে নেয় ঘন্টাখানেক--- সকলেই মাথা নীচু করে শোনে। কিন্তু এ সুযোগে মনোযোগী শ্রোতার অভিনয়ের ফাঁকে চারখান

া ব্যক্তিগত চিঠি লিখে ফেলে অগস্ত্য বাবাকে, বন্ধু ধ্রুবকে, কলকাতার বান্ধবী নীরাকে এবং দিল্লীবাসী পল্টুকাকাকে। এরপর সে হঠাৎ এমন একঘেয়ে সভা ছেড়ে পুলিশ অধীক্ষকের কাছে যেতে চেয়ে শ্রীবাস্তবের কাছে ছোট্ট চিরকূট পাঠায়। এস পি-র গোবিন্দ সাথে নামে একজন মদনার দৈনিকের কার্টুনিস্টের সঙ্গে পরিচিত হয়।

সাথে জানায়, /ঢ স্তুক্তুস্তুন্স স্তুত্তুপ্তপ্ত ন্দস্নস্নন্দ্বব্দ ন্ধ্নন্দ্বজ্ঞস্ত প্লস্নজ্ঞুন্ডন্ধ ন্ড ন্দ্রস্নত্তুজ্ঞ ত্তুক্তুব্ধড়ন স্তুনপ্তনন্দ্বব্দ, ত্রপ্তপ্ত ন্মত্তুস্তুনব্দড়ন্দ্বস্ত ন্দ্রজ্ঞস্নপ্প চস্নপ্পন্তুস্ত ত্নক্তুন্দ্ব.* /প্লস্নস্নন্দ্বব্দ' -এর জন্যেই বোধহয় সাথেকে মদনায় আড়ালে ''জোকার'' বলা হয়। হঠাৎ তলব পেয়ে SP কুমার বেরিয়ে যায়। সাথে তখন অগস্ত্যকে নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য বাড়ী যায়। গাড়ীতে যেতে যেতে সাথে জানায় তার বাবা মদনার জঙ্গলের ইজারাদার ছিল এবং কাঠ কেটে, শহরে চালান দিয়ে যথারীতি সরল আদিবাসীদের খাটিয়ে যোগ্য মজুরী না দিয়ে পয়সা করেছে এবং সেই সূত্রে ছেলেদের বোম্বাই এবং জেনেভায় পড়িয়েছে। মদনা ইন্টারন্যাশানাল হোটেলটি তার দাদার যে এখন জেনেভায় কর্মরত। হোটেল ব্যবসাও মজবুত সম্ভবত এজন্যই সে পয়সার চিন্তা না করে কার্টুনিস্ট হতে পেরেছে। আরো জানায়, খুব দ্রুত মদনায় টিভি আসছে কারণ কিছুদিনের মধ্যেইএকটা উপ - নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর্থাৎ রাজনীতিকদের বিশেষ স্বার্থেই এমনটি হতে চলেছে---

"You should study your own Revenue gang during election time, how they puff themselves up."

ইতিমধ্যে তার অগোছালো ঘরে কাবাব এবং মদ নিয়ে বসে সাথে। এবং ঘরের কোণে ইজেলে আঁকা ছবিটা ব্যাখ্যা করে

I wanted to suggest an Indian writer writing about India, after having spent many years abroad or living there. I find these people absurd, full with one mixed up culture and writing about another… because there really are no universal stories--- Great literature has to have its regional tang – A great Tamil story, whose real greatness would be ultimately obscure to any non – Tamilian."

(উপমন্যু কাকে ঠেস দিলেন, সলমদ শদি, ঝুম্পা লাহিড়ি, অনিতা দেশাই! পাঠক ভাবুন!)

এমন আলাপচারিতার মধ্যেই দুজনেই ভালোরকম নেশাগ্রস্ত হয়ে ওঠে, যদিও অগস্ত্যকে ফের রেভেনিউ মিটিং -এ যেতে হয়। ততক্ষণে মিটিং প্রায় শেষ। তবে রাতে খাওয়ার জন্য শ্রীবাস্তবের নিমন্ত্রণ পায় -- অগস্ত্য যেন বেঁচে যায় কারণ রেস্টহ াউসের রাঁধুনি বসন্তের রান্না মুখে দেওয়া যায় না। বস্তুত, প্রায়শই যে রাতের খাওয়া বিশেষ করে শ্রীবাস্তবের বাড়িতে স ারে অথবা অন্য কোথাও। রাতে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করার কথা জানতে পারে শ্রীবাস্তবের। আজমগঞ্জের আই, এ. এস - কে অনেকে 'কৃষ্ণ' বলেই ভজনা করে! অর্থাৎ মিসেস শ্রীবাস্তবের (মালতী) সঙ্গে বিয়ের যৌতুক নগদ সাত লাখ অস্বাভা বিক কিছু না। সেখানে ফের অগস্ত্যর নাম নিয়ে এবার কৌতূহল প্রকাশ করেন মালতী ঢ'প্প ব্দত্তুজ্ঞন্দ্ব স্তুস্নত্তুজ্ঞ ন্মজ্ঞন্দ্বুব্ধব্দ স্নজ্ঞ ন্দ্রজ্ঞনন্দ্বুস্তুব্দ স্তুস্নু'ব্ধ ন্তুপ্তপ্ত স্তুস্নত্ত ব্ধড়ন্দ্ব, ড্রব্ধ স্তুস্ন ব্ধড়ন্দ্বস্ত ব্দব্রস্তুঞ্জ*

''ওগু এবং আগস্ট'' --- জানায় অগস্ত্য।

এই খাওয়ার টেবিলেই প্রকাশ হয়ে পড়ে অগস্ত্যর আরেক পরিচয়। আই এ এস অগস্ত্য সেন আই সি এস মধুসূদন সেনের পুত্র। মধুসূদন সেন বর্তমানে বাংলার রাজ্যপাল। মেননের চমকিত প্রতিক্রিয়া

"You are Madhusudan Sen's son?" … "He's had a fantastic record, he's been Home secretary and Chief Election Commissioner, and when he was made Governor some people objected but he was never an insider to Bengal technically- he's spent all his years in the Bombay Presidency and in West India."

ফলত, পরদিন থেকে কথাটা চাউর হয়ে যায় মদনায়--- 'ত্রন্দ্ব ব্দত্তুন্বব্দ ব্দস্নু স্নন্দ্র চন্দ্বুন্ত্রপ্ত গুস্নুন্দ্বজ্ঞুস্নজ্ঞ'। এতে মদনার গর্ব যেন বেড়ে যায়।

এর পাশাপাশি অগস্ত্যর আরেকটি অভিজ্ঞতা হয়। শ্রীবাস্তবের বাড়িতে কর্মরত চাকর গপু, রাম সিং আসলে অফিস পিওন। অর্থাৎ সরকারী চাকুরে। তবু ক্ষমতাসম্পন্ন আমলারা তাদের কাউকে কাউকে বাড়িতে ব্যক্তিগত চাকরের কাজে লাগান বেআইনিভাবে। এ প্রথা অনেকদিনের। তবে এ প্রথার তাগিদ একতরফা নয় অবশ্যই। কারণ পিওনরা অনেকেই স্বে চ্ছায় এমন নিয়োগ চায় ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে। অফিসে কালেক্টর সাহেবকে কাছে পাওয়াদুষ্কর--- কিন্তু বাড়িতে ত াকে অনেক কাছে পাওয়া এবং খুশী করার সুযোগ পাওয়া যায়--- অফিসে ফাইল চালাচালির থেকে এটি অনেক বেশী ক ার্যকরী, /ত্তুস্ত স্তুস্নুন্দ্বব্ধন্দ্বস্ত ব্ধড়ন্দ্ব ন্দস্নত্নত্নজন্দ্বন্দ্রন্দ্বজ্ঞজ্ঞন্ডন্ধ ব্ধস্ন স্তুপ্তন্দ্ধ ব্ধড়ন্দ্ব ব্দড়নব্ধ স্নন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ন্মজ্ঞস্নন্দন্দ্বুস্ত স্নন্দ্রত্র

ন্তপ্সপ্তপ্তন্দ্বন্তব্ধপ্সক্ত ব্ধড়ক্স ব্ধপ্স ব্দড়ত্তব্ধব্ধপ্তন্দ্ব ন্দ্রনপ্তন্দ্বব্দ ন্দ্রুস্ত্ত প্সন্দ্রন্দ্রনন্তন্দ্ব* সুবিধা এই, নিজের ছেলের একটা চাকরি বা কোনো জমি সংত্রাস্ত বিবাদ মেটানো, সরকারী ঋণ পাওয়া ইত্যাদি। এটা চালু আজো। আবার যদি কঠিন বস হয়, ত াহলে না কাজ করে বা ইচ্ছাকৃত ভুল কাজ করে অফিসে ফেরৎ যাওয়া ব্যাপারটা সাধারণভাবে ঘটে না কেননা বসের ব্যত্তিগত/ পারিবারিক জীবনযাপনের গল্পগাছা অফিসে ছড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকেই ;

“Collector saab sat thrice yesterday, bad stomach” কিংবা /ত্ত্রস্ত্রপ্প ন্তপ্সপ্তপ্তন্দ্বন্তব্ধপ্সক্ত ব্দপ্সপ্পন্দ্বব্ধনপ্পন্দ্বব্দ ভ্রন্দ্বক্তব্দ ছ্বড়নব্দস্মান্দ্বক্তগ্ন স্ত্রন্তন্স স্ম্রুব্ধনন্দ্বব্দ, ভ্সদ্বব্দ.* ইত্যাদি।

এটা এক ধরনের চালু অলিখিত চুত্তি কারণ বস বা বস -গিন্নীরা সাধারণত ‘ঢস্তুনন্ধনব্ধন্ত প্সন্দ্র প্তস্ত্রত্তক্ত এই ব্বাস করেন। অবশ্য নীচু স্তরের কর্মচারীরা একই রকম ব্বাসে লালিত। এটি ভারতীয় রোগ। শ্রীবাস্তব তখনই একটি পিওনকে অগস্ত্যের দেখভালের জন্য Rest Houseএ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

আরো জানা যায়, কালেক্টর জাতীয় আমলার বৌ হওয়ার সুবিধে কতটা। যেমন, বর্তমানে ম্যাডাম কালেক্টার মালতী জনতা কলেজে পড়ান। মদনায় তিনি M.ED. পাশ করেছেন। শ্রীবাস্তব যখন লালচকে A.C (Assistant Collector) হিস াবে নিযুত্ত, তখন লালচক ন্যাশানাল কলেজ থেকে মালতী M.A.হয়েছেন--- যখন ফের ভিডিও (District Development Officer) ছিলেন হাভেলিগঞ্জে, তখন সেখানকার গান্ধী গ্র্যাজুয়েট কলেজ থেকে B.A.হয়েছেন। অর্থাৎ স্ বামীর Posting যেখানে সেখানে যেমন হয়েছে, সেখান থেকেই মিসেস শ্রীবাস্তব কিছু একটা ডিগ্রী সংগ্রহ করেছেন। এ ক্ষেত্রে কেই বা না করবে! সরকারী আমলার বৌ তাকে কে ফেল করায়!

কদিন পর মদনার ক্লাবে তাস খেলা এবং নাচ-গানের আসর বসে--- হিন্দী গানের অর্কেস্ট্রা আসে। যোগ দেয় মদনার প্রায় সব আমলা ও তাদের পরিবার। গিন্নিরা দাণ সাজে, যথারীতি মঞ্চে হাস্যকৌতুক করে একজন। সেই ফাঁকে সাথে, মোহন, ভাটিয়া এবং অগস্ত্য সট্‌কে পড়ে মদ খাওয়ার জন্য। এরপর বেশ রাতে রেষ্ট হাউসে ফেরে যখন অগস্ত্য বন্ধু ধ্রুবর চিঠি প ায় ধ্রুবর বান্ধবী রেণু নামের পাঞ্জাবী মেয়েটি ধ্রুবকে ছেড়ে আমেরিকা চলে গেছে।

এর পরের টিন ডি ডি ও মিঃ বাজাজ। বাজাজের অফিসে ঢোকার মুখে বড় একটি নীল হলুদ সাদা রঙের জিপ গাড়ি দেখতে পায়। জিপের গায়ে বড় করে হিন্দী এবং ইংরেজিতে স্লোগান লেখা USE IUD, Nirodh Contraceptives are good for you, Copper Ts ensure a happy family, ‘join the National Sterilization Programme’। বোঝ া যায়। এটি DHO (District Health Officer)-এর সরকারী জিপ।

লম্বা রোগা জাজের ঘরে ঢুকে দেখে District Council School-এর জন্য শিক্ষকের Interviewচলছে। বাজাজের প াশেই Education officerছিলেন। শিক্ষকের সব কটি পদই আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত। বাজাজ জানায়, ২৩ জন দরখাস্ত করেছে ১৮ জনকে ডাকা হয়েছে---৬জন মাত্র এসেছে, অবশ্য ৬টি পদই খালি। একটি মেয়ের মৌখিক পরীক্ষা চলছিল। যদিও মেয়েটি ফিক্ ফিক্ করে হেসেই যাচ্ছিল। নির্বচিত হলে, মেয়েটি একাধারে অংক, ইতিহাস, ভূগোল, সিভিক্স সবই পড়াবে। এডুকেশন অফিসার তাকে প্রা করে---

What is twenty percent of eighty?

মেয়েটি দাঁতে শাড়ি দিয়ে পাল্টা প্রা করে।

‘Twenty five?’

‘Fifteen?’

পরের জন বেঁটে কালো কিশোর বলা চলে। তাকে বাজাজ প্রা করেন

Who is called the Father of Nation?

‘Nehru’দ্রুত উত্তর দেয় বি. এ. পাশ ছেলেটি।

পরে বাজাজ নির্দেশ দেয়, তৃতীয়জনকে নেওয়ার জন্য, বাকিরা বাদ। এডুকেশন অফিসার তখন জানায়, /চত্তব্ধ ব্ধড়ন্দ্ববন্দ্ব ব্দনপ্র স্মাপ্সব্দব্ধব্দ ড্রন্দ্ব স্ত্রন্দ্ব্রুস্ত্রব্ধ ন্দ্রপ্সক্ত ন্দ্রপ্সত্তক্ত ভ্সদ্বক্তব্দ, ত্রনক্তত্রস্ত ব্ধড়ন্দ্ব তুপ্সপ্তনব্ধনন্তন্দ্রব্দত্রস্ত ব্দন্তড়প্সপ্সপ্তব্দ ড্রন্দ্ব স্ত্রব্ধড় স্ত্রন্দ্ব ন্তপ্সপ্পস্মাপ্তন্তন্দ্ব ন্দ্রপ্সক্ত প্তপ্সন্দ্ব* বাজাজ অগত্যা বলে, then appoint them allএবং হেসে অগস্ত্যকে বলে--- you’ll see, Sen, when you’re BDO later this year, and dealing directly with these things, what development really is,” ঠিক এসময়ই মদনা কোর্টের এক উকিল ঢুকে পড়ে তার মেয়ের জন্য Councilকলেজে

ভর্তির উমেদারি করতে--- যদিও মেয়েটি ভর্তির পরীক্ষায় পাশ করতে পারে নি।

উকিল চান, একটিবার Principal কে যেন বাজাজ সাব ফোন করেন Principal না করতে পারবেন না। বাজাজ কিন্তু 'না' করে দেয়। বলে, /স্থপ্তন্দ্বব্ধ ব্ধড়ন্দ্ব স্মব্জন্তন্তনস্মত্রপ্ত স্তুন্দ্বন্তনস্তন্দ্ব. ণ্ড্রন্দ্ব ড্রব্দ ড়নব্দ ন্দপ্সত্রঢ ড্রন্দ্ব প্পন্তন্দ্ব.*

তিনদিন পর জেলা জজের বাড়ি। জজ তাকে বিকেল পাঁচটা নাগাদ চায়ের নিমন্ত্রণ করেন। জজসাহেব কয়েক মাসের মধ্যেই অবসর নেবেন। অগস্ত্যের জন্য চা - হালুয়া আসে। এটা - ওটা কথা হয়, মামুলি কথা। জজ বেশঅসুখী তাঁর বেলগাঁও ছেড়ে এতদূর মদনায় থাকার জন্য। মদনা জজের ভালো লাগছে না জেনে অগস্ত্য জজকে কাছের লোক বলে মনে করে । অনূভূতির মিল! ঘন্টাখানেক থেকে অগস্ত্যকে উঠতে হলে জজ জানান

You must be bored in the evenings. Sen.

You can always telephone me and talk to me over the phone, I'll try and dispel you boredom.

অগস্ত্য সম্মতি জানায়।

হঠাৎ অগস্ত্য জ্বরে পড়ে--- ভাইরাস ফিবার ।ডঃ মুলতানী আসেন, ঔষধ দেন ২/৩ দিনের মধ্যে ব্যাপারট া অনেক কমে যায় --- মুলতানী ফি নেন না--- কারণ নতুন নবীন হলেও অগস্ত্য একজন আই এ এস। রেস্ট হাউসে অফিসের প্রায় সকলেই দেখতে আসে অগস্ত্যকে --- প্রথমেই আসেন কালেক্টর শ্রীবাস্তব এবং নিজের বাসায় তাকে নিয়ে যেতে চান। অগস্ত্য ছুতো করে সামলায়। তবে কয়েকদিনের মধ্যে আবার নতুন অনুষ্ঠানের কথা শোনে পিকনিক। গোরাপার্ক বলে একটি বনবাংলোয়। উদ্যোক্তা সরকারী ফরেষ্ট অফিসাররা (প্রভাকর / রেড্ডি প্রমুখ)। অংশ নেবেন প্রায় সকলেই--- সস্ত্রীক/সপুত্র ইত্যাদি। জঙ্গলটি আগে দাণ ছিল--- এ অঞ্চলের বিখ্যাত টীকের জঙ্গল। আজ অবশ্য তা ততোধিক বিখ্যাত টীক উধাও জঙ্গল নামে। অর্থাৎ একাধিক চোরাচালানকারী চত্র সত্রিয় এখানে। আগের পরিচিত--- দিল্লীতে পড়াশুনার সূত্রে--- মোহনের কথায় জানা যায় প্রকৃত বড় এবং উৎকৃষ্ট টীক পাওয়া যায় আরো দক্ষিণে, রামেরিতে। সেখানেও যদি টীক উধাও চলছে পুরোদমে। এলাকা মূলতঃ আদিবাসীদের। ফলে এদিকেনাকি প্রচুর নকশাল আছে--- তারা শোষণের বিপরীতে আদিবাসীদের তৈরী করছে। গোরাপার্কে একটা খুব পুরানো শিব মন্দিরও আছে। মন্দিরটি দশম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে তৈরী। চান্দেলা রাজ পরিবারের কেউ একজন এটির নির্মাতা। মদনা থেকে গোরাপার্ক আড়াই ঘন্টার পথ। পিকনিকের হই-হল্লা, ফুর্তির মাঝে অগস্ত্য জানতে পারে তার পরের টিন ধীরাজ কুমারের সঙ্গী হিসাবে মারিয়াগড় পুলিস পোস্টপরিদর্শন। কিন্তু পিকনিক শেষ বাসায় ফিরে বাবাকে অগস্ত্য চিঠি লেখে

I just can't get used to the job and the place. I'm wasting my time here

রামেরি সাব- ডিভিশনে মারিয়াগড় পুলিশ পোষ্ট। এস, পি। কুমারের সঙ্গী অগস্ত্য। গাড়ী চলতে থাকে--- গাড়ীর রেডিওতে গজল বাজাতে থাকে। হঠাৎ কুমার খানিকটা রোমান্টিক হয়ে পড়েন

"You know, Sen, as you grow older in the service, you will realize that these are the only real consolations of the job, this sitting in a fast smooth car, on a smooth road (the Engineers madc lakhs for themselves off this Road by the way) at twilight, non of those horrible town smells that we always get in Madan, just the lights of an occasional village, and these fields of paddy."

আবার, হয়তো পরিবেশের প্ররোচনায় পরক্ষণেই কুমার দার্শনিক হয়ে পড়েন

"All else is illusion, bhai, maya, but your job is different from mine. I am a policeman; we just smell the sweat of criminals for thirty years.

এ ধরনের কথা অগস্ত্যের ভালো না লাগায়--- আলোচনার প্রসঙ্গ সে ঘুরিয়ে দেয় কামসূত্রে অনুষঙ্গ টেনে---

"But someone, Sir, has said that everything is maya except the feeling of completion at the ejaculation of semens."

অগস্ত্যের কথা শুনে এস. পি. কুমারের মুখোশ খুলে যায় Do you want to see a blue film this evening?"এদিকে দুদিকে ধানক্ষেত নিয়ে সন্ধ্যা নেমে আসে। হঠাৎ গাড়ী থেমে যায় একটা রেলের লেভেল ত্রসিং-এ। কুমার অগস্ত্য দুজনেই নেমে ঝোপের ধারে পেচ্ছাব করতে থাকে--- এবং সে অবস্থায় কুমার বলে ওঠে, এসব দূরপাল্লার গাড়ীতে একটা মিনি ভিডিও দেওয়া উচিৎ সরকারের। আর মনে করি প্রচুর ঘোরাঘুরি করলে আপনি একজন দক্ষ প্রশাসক হয়ে উঠবেন। তিন ভাগ কাজ এতেই হয়ে যাবে, ভাই--- /স্থব্ধড়ন্দ্বব্দন্দ্ব স্তুনব্দব্ধব্জনন্তুব্ধব্দত্রব্জন্দ্ব ব্দপ্স ন্তুব্ধ ব্ধড়ন্দ্ব স্তুন্নব্দনঙ্গব্দ, ব্ধড়ন্দ্ব

[illegible]*ট্রেন পাশ করে গেলে ওদের গাড়ীও ছুটতে থাকে। গজলের ক্যাসেট পাল্টায় কুমার এবং অন্ধকারের মধ্যে একটা রাস্তা দেখিয়ে জানায়, ওটা জমপান্নার রাস্তা মারিহাণ্ডি গেছে, যেখানে আভেরি সাহেবকে বাঘে মেরেছিল। এ ঘটনার বৃত্তান্ত পরে আসবে।

রাত প্রায় আটটায় ওরা মারিয়াগড় রেস্টহাউসে ওঠে। হাউসটি একটি কৃত্রিম টিলার ওপর। কুমার জানায়, বছর কয়েক আগে এখানে একটা দুর্নীতি হয়েছে (এখানেও !) সরকার মদনা রিভার ড্যাম প্রোজেক্ট (Madna River dam Project) এর জন্য কোটি কোটি টাকার অনুমোদন দেয়। সেই কাজের বরাতে, /[illegible].* আলোচ্য প্রেক্ষিতে পি. সাইনাথের স্বরটি অনেকের হয়তো মনে পড়বে /[illegible].* ছবড়ন্দ [illegible] ১০-৮-০৪গ্ন বস্তুত, ভারতবর্ষের রাজনীতি এবং আমলাতান্ত্রিকতা এক কথায় তিমিরের সমৃদ্ধি। সম্প্রতি সরকারেই Center for Science & Environment -এর তীব্র মন্তব্যটি ভোলা ঠিক হবে না /[illegible].* ছবড়ন্দ [illegible] ১০ঙ্গ০৮.০৪-[illegible]

এস.পি আসার ফলে স্বভাবতই রেস্ট হাউসে ভীষণ তৎপরতা বেড়ে যায়। কনস্টেবলরা বারান্দায় চেয়ার নিয়ে আসে। একজন ইতিমধ্যেই একটা ভিডিও ও দু বোতল হুস্‌কী রেখে যায়। কুমার নির্দেশ দেয় We want to sit out, Get rid of these mosquitoes- সঙ্গে সঙ্গে একজন মশামারার ধূপ জ্বালে, অন্যজন সারা রেস্টহাউসে flitছড়িয়ে দেয়--- আরো একজন মশার জন্য টিউব - ক্রীম এগিয়ে দেয়। কুমার এবার গজল ক্যাসেট লাগায়। অগস্ত্য তেমন উর্দু জানে না বলে আক্ষেপ করে you are really an English type। বারান্দা থেকে আলোর মালা দেখে অগস্ত্য বিস্ময় প্রকাশ করলে কুমার হাসতে হাসতে বলে, /ট [illegible].* টামসের সঙ্গে অবশ্য এখনো অগস্ত্যের পরিচয় ঘটে নি। /[illegible].* এ সময় একজন কনস্টেবল SP কুমারের কানে কানে কি যেন বলে।

কুমার অগস্ত্যকে জিগোয় রাতের খাওয়া মুরগি না ছাগল। এবং নিজেই ছায়াটিকে জানায়, দুটোই। আরো জানায়, বরফ নয়, সোডাই হোক। কিন্তু সোডার প্রাপ্তির জন্য অগস্ত্যের কৌতূহল প্রকাশিত হলে এস পি কুমার গর্ব করে

You are the guest of the Police, bhai. The Police can do everything কথাটা মোটেই মিথে নয়।

ফের কুমার তার অভিজ্ঞতা বিশদ করে---

In Govt. you'll realize over the years, Sen, there's nothing suet as absolute honesty, there are only degrees of dishonesty. All officers are more or less dishonest- some are like our engineers get away with lakhs, some are like me, who won't say no when someone gives them a video for

the weekend, others are subtlers, they wont pay for the daily Trunk call to Hyderabad to talk to their wives and children.

সোডা এসে যায়। মদ খাওয়া শু হয়। গজল চলতে থাকে। আর এখানেই ঠিক হয় পুজোর জন্যে যে ১০/১২ দিনের ছুটি মঞ্জুর হয়েছে দুজনেরই--- তারা দুজনই একসঙ্গে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত শয়নযানে দিল্লী যাবে, যদিও ধীরাজ কুমারের গন্তব্য কানপুর, তবু দিল্লী হয়েই সে কানপুর যাবে। এরপর রাতে খাওয়া সাঙ্গ হলে অনেক রাত অবধি তারা ব্লু ফিল্ম্ দেখে পুং নগ্নতার ছবি। আমেরিকার একজন নিগ্রোর সাদা বিকিনি পরিহিত পুষের উদ্দাম নাচের বৃত্তে কয়েকটি সাদা যুবতীর লাস্য - চাপল্যের নিলাজ প্রকাশ। নাচের উত্তেজনায় যখন সেই নিগ্রো পুষটি বিকিনিও খুলে ফেলে, এস পি কুমার তখন আ ল্লাদে লাফিয়ে ওঠে See, See…Lucky black bastard. …This kind of things never happen in India…"

কথা মতো কুমার ও অগস্ত্য দিল্লী পৌঁছয় সকালে। ওরা একটা ট্যাক্সি নেয় এবং দক্ষিণ দিল্লীর পুরানো কলোনীতে ট্যাক্সি থেকে নামে। "পচাশ রূপেয়া" ---ভাড়া শুনে কুমারের মাথা গরম হয়ে যায়--- ভাবতে পারে না একজন এস. পি ও আই এ এসের কাছে ড্রাইভার এত টাকা চায় কি করে--- বাগবিতণ্ডা শু হয়--- /ন্দ্রনন্দ্রব্ধন্ত ক্তত্তক্ষান্দ্বন্দ্বব্দক্ক..,ড়ন্তস্তুম্পস্ফ'ব্ধ ক্তস্পসত্ত ন্দত্তব্দব্ধ ড়ম্পপুস্তু ত্তব্দ ত্তক্ষ ভ্রনব্ধড়ত্র ব্ধক্তক্রস্তু জম্পসত্ত্বব্দস্থ স্তুম্পস্পস্তুন্ত স্তুত্তম্পনব্ধস্থ*। অগস্ত্য দিল্লীবাসী, অগস্ত্য জানে সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে ট্যাক্সি ও অটোদের জাল জুয়াচুরি। কুমার পদমর্যাদা ভুলতে পারে না... /স্থক্তস্পসত্ত স্তুম্পস্ফ'ব্ধ স্ফম্পভ্র ভ্রড়ম্প ভ্রন্দ্বত্রজন্দ্ব, ঢ'প্পক্র ত্র.ত্নক্রস্তু ঢ.ত্ন.ত্র স্পন্দ্রন্দ্রনন্তুন্দ্বক্ত. বড়নব্দ ন্দক্র ঢট্টত্র স্পন্দ্রন্দ্রনন্তুন্দ্বক্ত.* কুমারের কথাকে গুত্ব না দিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারটি হঠাৎ করেই পাজামা ও ড্রায়ারের দড়ি খুলে নুনুটি দেখিয়ে বলে, /বড়নব্দ নব্দ ভ্রড্রব্ধ ঢ ব্ধড়ন্দম্প স্পন্দ্র ক্তস্পসত্ত গুম্প্লব্ধ. ব্ধক্তক্ষান্দ্বব্দ.*কুমার রেগে গিয়ে খুব কাছেই টেলিফোন বুথে ছুটে যায়। ইতিমধ্যে অগস্ত্য ওদের ব্যাগ বার করে নেয় এবং ড্রাইভারকে বলে, /ক্তস্পসত্ত ব্দড়ম্পত্তপুস্তু'ব্ধ ড্রন্দ্ব স্তুম্পস্ফন্দ্ব ব্ধড্রব্ধ. স্থব্ধড্রব্ধ ন্দ্রব্ধ স্প্ল নব্দ জন্দ্বপুপুস্তুক্র ত্র.ত্ন. ত্বম্পভ্র ড়ন্দ্ব'ব্দ ব্ধম্পসন্দব্ধব্ধম্প ন্দ্রত্তন্তুম্প ক্তস্পসত্তস্থ*ড্রাইভারটি তখনি ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে গাড়ি স্ট্রার্ট দেয় এবং অগস্ত্যকে বলে, /বন্দ্বপুপ্ত ড়নপ্প ব্ধম্প ব্ধব্দ্বব্ধ ড়নব্দ্বত্রজব্দন্দ্বড়ম্পপুন্দ্ব ব্দব্ধনব্ধন্তুড়ন্দ্বস্তু ভ্রনব্ধড় ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্রনন্দ্রব্ধন্ত-ক্তত্তক্ষান্দ্বন্দ্ব*

কিছুক্ষণ পরে পল্টুকাকুর বাড়ি পৌঁছয় অগস্ত্য। পল্টুকাকু (পার্থিব সেন) অকৃতদার, ষাট বছর বয়েস। Freelance Journalist। রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বা ঘটনাবলির ওপর কলম লেখেন। বাংলা ইংরেজী দুটোতেই। দিল্লীতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই বসবাস করেন। International Relations এবং বড়নক্তস্তু - ভ্রম্পক্তপুস্তু-এর ওপর তার নাকি ডিপ্লোমা আছে। অনেক অ াগে তিনি ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে আমেরিকার কাগজে লিখতে শু করেন। কাকার কাছে জানতে পারে বাবার চিঠি এসেছে। কিন্তু তার আগেই পল্টুকাকু জানতে চান What is this rubbish, that ক্তস্পসত্ত ভ্রক্রব্ধ ব্ধম্প পুন্দ্বন্দ্ব ব্ধড়ন্দ্ব ঢট্টত্র ক্রস্তু ভ্রক্রব্ধ ব্ধম্পস্ফনন্তু ব্ধম্প ব্ধল্পন্দ্ব ক্তস্পসত্ত ন্দম্পস্তু অগস্ত্যর লজ্জিত উত্তর, I'm not very happy in Madna. I can't settledown to the job"---ফের বলে, /স্পন্দ্র স্তুম্পসত্তজব্দন্দ্ব, ত্মস্বব্ধড়ন্তব্ধ নব্দ ন্দ্রনপ্রন্দ্বস্তু. ঢ'প্প ন্দত্র ব্দম্পক্তব্ধ স্পন্দ্র ব্দব্ধব্ধন্দ্ব স্পন্দ্র ন্দ্রপুত্তপ্র, জন্দ্বব্দব্ধপুন্দ্বব্দব্দস্থ ঢ স্তুম্পস্ফ'ব্ধ ভ্রক্রব্ধ স্তুড্রপুপুন্দস্ফব্দ্বব্দ স্পক্ত জন্দ্বব্দক্ষাস্ফব্দনন্ত্বপুনব্ধন্ত স্পক্তক্রস্তুব্ধড়ন্দ্বদ্রপুপ্ত ঢ ভ্রক্রব্ধ নব্দ ব্ধম্প স্তুব্ধ ড্রক্ষান্মান্ত-*পল্টুকাকু চুপ করে থাকেন। অগস্ত্য বা অগু কিন্তু ভাবতে থাকে--- কাকুকে বলতে পারে না

/স্পম্পসম্প, ঢ স্তুম্পস্ফ'ব্ধ ভ্রক্রব্ধ ড়ন্দ্বল্পন্দস্ফ স্পক্তক্রন্ত স্পন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব স্পব্ধড়ন্দ্বক্ত ন্দব্ক্ষড়ন্দ্বপ্রন্দ্বক্তব্ধপুব্দ, ব্ধড়ন্দ্ব ক্ষাম্পভ্রন্দ্বক্ত স্পক্ত ব্ধড়ন্দ্ব ব্ধপুম্পজন্তু ঢ ন্দত্তব্দব্ধ ভ্রক্রব্ধ ব্ধড়নব্দ, ব্ধড়নব্দ প্পম্পপ্পন্দব্ধ, ব্ধড়নব্দ ত্রক্তপুনব্ধড়ব্ধ, ব্ধড়ন্দ্ব ন্তুত্রক্ত ন্দ ব্ধড়ন্দ্ব ব্ধক্তস্ত্রব্দন্দ্ব, ব্ধড্রব্ধ প্পত্তব্দনন্তু ব্দক্তব্দব্ধন্দ্বপ্প ন্দ প্পন্ত জম্পস্পপ্প, ঢ ভ্রক্রব্ধ ব্ধম্প ব্দনব্ধ ড়ন্দ্বক্তন্দ্ব ন্দ ব্ধড়ন্দ্ব প্পনপুস্তু ব্দত্তপ্প,ক্রস্তু ব্ধক্তস্তুক্রস্তু ত্মস্বব্ধ ব্ধড়ন্দম্প, ব্ধক্তস্তুক্রস্তু ন্দব্দব্দন্তুক্ষান্দ্ব ব্ধড়ন্দ্ব ন্দনশুত্তনব্ধন্ত স্পন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব জন্দ্বব্দব্ধপুন্দ্বব্দব্দন্দ্বব্দব্দ স্পন্দ্র প্পন্ত প্পনস্তুত্বব্দ.*

কাকু এতক্ষণে ঝোঁঝে ওঠেন

You want to leave a good job to work in a publishing firm? Edit manuscript on the forms of Indian dance and tribals of Chhota Nagpur ?

অগু বাবার চিঠি খোলে রাজ্যপাল আই. সি. এস. বাবা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তাঁর চিঠিতে, উদ্বেগও রয়েছে। টনিকও নাকি বিস্মিত, টনিকের কথা, /বড়নব্দ নব্দ ভ্রড্রব্ধ স্তুম্পসপ্পন্দ্বব্দ স্পন্দ্র পুল্পন্দব্ধ ন্দত্র স্তুনব্ধস্তুক্রস্তু ত্মস্বব্ধ স্ফম্পভ্রন্দব্ধ ভ্রড্রব্ধ ব্ধড়ন্দ্ব জন্দ্বব্দব্ধব্দ স্পন্দ্র ঢস্তুন্ত্র নব্দ পুনম্পন্দ্ব.*শেষ বাবার অনুরোধ, /ট্রব্ধ ব্ধড়নব্দ প্পম্পপ্পন্দব্ধ ত্তস্ত্র প্পনব্ধড়ব্ধ ব্দন্দ্বন্দ্বপ্প স্তুত্তপুপ্ত ব্ধম্প ক্তস্পসত্তক্রস্তু পুনন্দ্রন্দ্ব ক্ষান্দ্বক্তড্রক্ষাব্দ ত্তব্দন্দ্বব্ধব্ধপুন্দব্ধ, ত্তব্ধ স্তুম্প ত্মস্বব্ধ স্তুন্দ্বন্তুনস্তুন্দ্ব ব্ধম্প পুন্দ্বল্পন্দ্ব ক্তস্পসত্তক্ত ন্দম্পসত্রন্দ্রম্পক্ত স্ফপুন্ত ব্ধড়নব্দ জন্দ্বব্দম্পস্ফ, থব্ধন্ত, স্তুম্প ত্মস্বব্ধ স্তুড়ম্পসপ্সব্দন্দ্ব ব্ধড়ন্দ্ব ব্দম্পসন্দ্রব্ধ স্পক্ষাব্ধনম্পস্ফ ন্দত্তব্দব্ধ স্তুব্ধন্তুত্তব্দন্দ্ব নব্ধ নব্দ ব্দম্পসন্দ্রব্ধ

ক্সম্নাব্ধনক্সৃ, ক্সৃন্দ্ব ন্তুক্সব্ধ ন্দ্রব্তপ্তন্দ্রনপ্তপ্ত ক্সৃন্দ্বব্দন্দ্বপ্তন্দ্র ন্তুস্তুক্সন্দ্বব্দক্স.*
দ্বিধা নিয়ে অগু ঘরে ঢুকে পড়ে--- তার চেনা ঘর, ছেড়ে যাওয়া ঘর। তারপর মেড ইন জাপান মিউজিক প্লেয়ারে রবীন্দ্রসংগীত লাগায়

"With the death of the Day, A red bud burgeons
Within me, / It shall blossom into love."

জানালা দিয়ে দেখতে পায় দীর্ঘ ইউক্যালিপ্টাসের সারি, পাশেই গলি, তারপর বেশ বড় একটি মাঠ যেখানে আশপাশের বাঙালিরা দুর্গাপুজোর শামিয়ানা টাঙিয়েছে। এরপর কিছক্ষণ বাদে অগু বন্ধু ধ্রুবর অফিস Citi Bank-এ যায় এবং জ ানতে পারে ধ্রুব এখুনি বাড়ি যাবে কেননা ধ্রুর মা বিকেলের প্লেনে খারতুম যাবেন--- এয়ারপোর্টে মাকে নিয়ে যেতে হবে। খারতুমে ধ্রুবর বাবা কর্মরত। ধ্রুবর মা দরজা খোলেন। দু/এক কথায় জানতে পারে আরো যে ধ্রুবর খারতুম যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যেতে পারছে না কারণ সামনেই পরীক্ষা ড্রন্দ্ব'ব্দ ব্ধক্সন্দ্বব্ধ ব্ধড্রব্ধ ঢট্টত্র ড্রপ্রপ্প. ডডনস্তু'ব্ধ ড়ন্দ্ব ব্ধন্দ্বপ্তপ্ত ভ্তক্সব্তঞ্জ দ্বক্সব্ত প্পব্তব্দব্ধ ঋল্পন্দ্ব ড়নপ্পত্র ন্দ্রন্দ্বভ্র ব্ধনম্নাব্দ ন্দ্রক্সব্জ নব্ধ.মাকে এয়ারপোর্টে তুলে দিয়ে ফেরার পথে গাড়ীতে দুজনেই গাঁজা খায়। অগু হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে /ক্সভ্র ভ্তক্সব্ত ন্দ্রন্দ্বন্দ্বপ্ত ব্ধড্রব্ধ ব্ধড়ন্দ্ব গুক্সল্পব্ধ. ক্সন্দ্র ঢস্তুন্ত্র ন্দ্বন্দ্বস্তুব্দ ভ্তক্সব্ত প্পক্সব্জন্দ্ব ব্ধড্রু ট্রনব্ধন চ্রুক্স--'

ধ্রুবর উত্তর----

" Well, I am sick of Citi Bank. …I've… I think I've had enough of… This whole occidental connection… All those Expense accounts, and false- accented secretaries, and talk of New York and Head office, and our man in Hong Kong…It's just not real, It's an imitation of something elsewhere… And I wear a tie, and use my credit card, and kiss the wives of my colleagues on the cheek when we meet and I come home and smoke a joint, listen to Scott jophin and Keith Jarrett and on Weekends I See a Hozon film, or a carlos Saura It's unreal"

পরিহাস এমনই যে অগু আই. এ. এস. চাকরিটা ছেড়ে দেবার কথা ভাবছে - ভেবেছে। ভেবেছে গোরাপার্কে পিকনিকের সময়। আর বন্ধু ধ্রুব কিনা সেটার জন্য এমনভাবে--- কিন্তু কেন! ধ্রুব বাড়িতে তার প্রাক্তন বান্ধবীর চিঠি পড়তে দেয় অগুকে। বড় চিঠি। আমেরিকায় Ph.D.করতে যাওয়া রেণুর চিঠি। চিঠির মোদ্দা কথা নস্টালজিয়া--- এখানে সকলেই ওপর ওপর কথা বলে, আন্তরিক নয়, গাঁয়ের রঙ, ইংরেজী উচচারণ ইত্যাদি নিয়ে বেশ সিঁটকে থাকি--- /ঢ ব্জন্দ্বপ্তপ্তভ্র ভ্রক্সৃস্তুন্দ্বব্জ ভ্রড্রব্ধ ঢ'প্প স্তুক্সন্দ্বব্ধ ড়ন্দ্বব্জন্দ্ব, ন্দ্বব্দম্নান্দ্বন্তুন্ত্রপ্তপ্তভ ন্ধুন্তুব্তব্দন্দ্বন্ত্রস্তুন্দ্বপ্পনন্তুপ্তপ্তভ ব্ধড়নব্দ ম্নাপ্তন্তুন্দ্ব ব্জন্দ্বপ্তপ্তভ 'ত্রব্তন্তুন্স' --- ব্ধড়ন্দ্ব ক্সৃন্দ্ব ট্রপ্পন্দ্বব্জনন্তু ন্দ্বপ্রম্নাব্জন্দ্বব্দব্দনক্সৃ ভ্রড়নন্তুড় ন্তুক্সল্পন্দ্বব্জব্দত্রপ্তপ্ত ম্নাক্সব্দব্দনস্তুন্দ্ব ন্দ্বন্ধুব্ধল্পন্দ্বব্দস্থ ঢ ব্দড্রব্জন্দ্ব প্পভ ব্জক্সক্সপ্প ভ্রনব্ধড়ত্র ত্তন্দ্বপ্রনন্তু. ত্রড়ন্দ্ব নব্দ থ.ন. ঢ ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্রনব্জব্দব্ধ ন্দ্রন্দ্বভ্র স্তুন্তুভ্দ ঢ ব্ধড়ক্সব্তব্ধড়ব্ধ ঢ'স্তু ঋব্দব্ধ ন্দ্রব্জনন্দ্বস্তুপ্তভ ভ্রনব্ধড় প্পভ ত্তন্দ্বপ্রনন্তু ব্জক্সক্সপ্পনন্দ্বত্রস্তুত্রব্দক্স ড়ন্দ্বব্জত্রস্তুব্তব্ধ ব্দব্তব্ধপ্তন্দ্ব ব্জন্তুনব্দব্ধত্রব্ধব্ধনব্ধব্তস্তুন্দ্বব্দ ড়ন্দ্বব্জন্দ্ব, ঠক্সব্জব্ধন্তুব্ধন্দ্বপ্তভ ঢ স্তুনস্তু'ব্ধ, ন্ধুন্তুব্তব্দন্দ্ব ঢ ব্জন্দ্বপ্পন্দ্বপ্পন্ধুব্জন্দ্বস্তু ন্ড ব্ধনপ্পন্দ্ব ড়ক্সভ্র ভ্রন্দ্ব ন্ধুড্রন্দ্ব ভ্রনব্ধড় ট্রন্দ্রব্জনন্তুব্দ ন্ড ঢস্তুন্ত্র, ব্জন্দ্বপ্পন্দ্বপ্পন্ধুব্জ ত্তন্দ্বপ্তন্দ্বঞ্জ

চিঠি পড়ে অগুর মন্তব্য what a naked letter--! তবু ধ্রুব ট্রনব্ধনচ্রুক্সছাড়বে কিনা সে বিষয়ে অগস্ত্য কোনো মতামত দিতে পারে না। চা তৈরী করে দুজনে চা খায়--- অতঃপর মারিজুয়ানা।

পরদিন ফোন করে টনিকের অফিসে যায়। টনিক অর্থাৎ গোপাল চৌধুরীর একটা ম্নাব্তস্তুনন্তুব্ধনক্সৃ কারবার আছে। অগুর বাড়ি থেকে অফিসের দূরত্ব প্রায় ১৫ কি. মি--- কাকুর গাড়ি চালিয়ে যেতে রাস্তায় চলন্ত বাসের ঝুলন্ত যাত্রী দেখে ঘাবড়ে যায়--- মন ঘুরে যায় তখনি--- টনিকও বিশ্বাস করেনি যে সত্যি সত্যি আই. এ. এস. চাকরি ছেড়ে পাবলিশিং ফার্মের চ াকরি নেবে। ব্যাপারটা কেঁচে যায়। পরে ফিরে কাকুর সঙ্গে দেখা হয়। সঙ্গে ধ্রুবও ছিল। পল্টুকাকু খুব রাগারাগি করেন

"When my generation was young I don't think you father or I would've behaved with your flippancy. This was no land of plenty, and jobs were difficult to get… a Govt. Job is so secure, you needn't work at all, and you can never be thrown out. And you want to leave the IAS, no less, after having been just a few months in the job. Disgusting… what you need is a whipping… you don't seem to like your place of posting because it's not Calcutta or Delhi, and it doesn't have fast – food joints selling you hamburgers. You have always known security, that's why you're

behaving so shallowly, you need to grow up. Ogu,"
অগত্য অগু সরে যায়। ধ্রুব ও অগু দুজনেই দুর্গাপুজোর শামিয়ানার কাছে চলে যায়। ঢাকের বাজনা হৈহল্লা শোনে। লোকজন দেখে। মাইকে উদ্যোক্তার গলা শোনা যায় আজ রাত দশটায় ঋত্বিক ঘটকের অযান্ত্রিক সিনেমা দেখানো হবে। ওরা উৎসাহী হয়ে ওঠে। কিন্তু রাত দশটায় 'অযান্ত্রিক' দেখানো হয় না, কারণ অন্যান্যরা তারআগে চটুল আরো দুটো সিনেমা দেখতে চায়। ফলে 'অযান্ত্রিক' প্রদর্শন ভোর চারটেয় পিছিয়ে যায়। অগস্ত্য ফিরে আসে। বাড়ির ছাদেই অনেক রাত অবধি কাটায়। ফলে, সকালে ঘুম ভাঙতে দেরী হয় খুব। বস্তুত, ঘুম ভাঙায় মানিক কাকা যিনি দিল্লী এসেছেন তার নাতনির সঙ্গে ওগুর বিয়ের কথা বলতে। পল্টুকাকু জানায়, ও তো চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে--- এখন তবে বিয়ে কী হবে--- ওগু জানায় এখনি সে বিয়েতে নারাজ--- সে তৈরী নয়। যদিও ওগু জানে... he would marry, perhaps, not out of passion, but out of convention, which was probably a safer thing.।
এ সময়েই বাবার ফোন আসে। ওগু বাবাকে জানায়, টনিকের ওখানে তেমন কিছু হয় নি। বরং সে... I'll go back to Madna and try and get used to things। বাবাও তাকে সমর্থন জানায়।
সেদিন সন্ধেতে ধ্রুব এবং ওগু বন্ধু মদনের কাছে যায়। মদনের পোশাক বেশ ধোপদুরস্ত। মদন সম্প্রতি একটা CA firm-এ চাকরি পেয়েছে... because of this damn job, I have to look clean everyday.তিনজনে মারিজুয়ানা খায়। সম্ভবত, মারিজুয়ানার প্রভাবে মদন বকতে থাকে
"It's sick, I think, having a job, having to work. Your whole day is gone… My sister is going to Oxford. She's got Rhodes scholarship this year. She's already picked up an accent from somewhere, and says, 'Pardon' and 'Thanks awfully', at everything, Bitch; I'm deeply ashamed of her. I told her to ring up the British High Commission and find out how people shit at Oxford, whether in vases or ladies handbags."অগস্ত্য শুনে যায়। চুপচাপ। অগস্ত্য তার ট্রিস্ফৃন্দ্রত্ত্বদনস্ফৃ স্পন্দ্র ত্রস্সত্ত্বপ্তপ্রকাশ করতে চায় না। মদন বকে যায়। শোনে না। এভাবেই আর ক'টা দিন তারা তিনজনে আড্ডা দেয়। গাঁজা খায়। কেউ কারো কথা না শুনে কেবল বকে যায়। দিন দ্রুত ফুরিয়ে যায় কিন্তু রাত্রি যেন ফুরোতে চায় না---At night he (ogu) would lie awake and hear the clack of his uncle's Typewriter and watch the dark shape of the bougainvilleas outside window, and see in its twists and turns a million things, but never his future,"
সুতরাং অগস্ত্য ফের মদনাগামী ট্রেনে চেপে বসে। নানা ভাবনায়, ভাবিত, নিজের মনে দিল্লী জীবনের সঙ্গে মদনার জীবনে তুলনা করতে করতে, কখনো আবার বিভিন্ন মহিলার মর্ষকামী ছবির কথা ভাবতে ভাবতেই সময় মতো মদনা স্টেশনে নামে। অতঃপর রেস্ট হাউস। কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। এদিকে বসন্তের কাছে জানতে পারে ইতিমধ্যে অনেকেই তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কালেক্টর অফ্ পাল, ডেপুটি সেক্রেটারী, ইন্ডাস্ট্রি এবং ইংলিশম্যান, সস্ত্রীক। কিছুক্ষণ নিজের ঘরে কাটিয়ে সে কালেক্টর হাউসের দিকে হাঁটা দেয়। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে গেলে মোহন তাকে ডাকে, সে দেখে ভাটিয়া সিগারেট কিনছে। এরা দুজন দেওয়ালি উপলেক্ষ্যে ছুটিতে যাবে। শ্রীবাস্তবের সঙ্গে দেখা একটু পরে। শ্রীবাস্তব ইংলিশম্যানটির (Mr. Avery) দেখাশোনার দায়িত্ব তাকে দেয়, /-ন্ধস্সত্রুস্তু ব্ধপ্তন্স ব্ধস্প ব্ধড়ন্দ্ব ড্রুন্ধপ্তনব্দড়স্প্লক্রস্তু ড়নব্দ ভ্রনন্দ্রন্দ্ব. ঢ স্তুস্ফৃ'ব্ধ স্ফৃস্সভ্র ভড়ুব্ধ ব্ধস্প স্তুস্প ভ্রনব্ধড় ব্ধড়ন্দ্বপ্প.*অগস্ত্য দেখা করে ইংরেজটির সঙ্গে। জন এ্যাভেরি। প্রাথমিক পরিচয় চুকে যাবার পর অগস্ত্য জানতে পারে জন এখানে তার পূর্বপুষ ICSএ্যাভেরি সাহেবের মৃত্যুস্থলটি দেখতে এসেছে। শিকারে গিয়ে যিনি বাঘের আক্রমণে মারা যান। মারিহাণ্ডি জঙ্গলে সেটি ঘটেছিল অনেকদিন আগে। এদিকে, এ-ও জানতে পারে BDO হিসাবে অগস্ত্যর প্রথম নিযুক্তি জমপান্নায় স্থচব্ধ'ব্দত্রস্কুস্সভ্রুজস্তু ব্ধজন্দ্রস্তুত্রজন্দ্ব। বাজাজ তাকে আরো জানায়, /টুব্দ চড্ডথ ভ্রুস্সত্ত্ব'প্তপ্ত ব্দন্দ্বন্দ্ব ন্ধজ্রব্দব্দজস্পস্সব্ধ স্তুন্দ্বন্দ্বপ্তস্সন্মাপ্পন্দ্ব্রুব্ধ ন্ত্র স্তুন্দ্বন্দ্বপ্তস্সন্মান্দ্ব ট্রস্সত্ত্ব্রুব্ধজন্তু, ভ্রুস্সত্ত্ব'প্তপ্ত নপ্পন্মাপ্তন্দ্বপ্পন্দ্ব্রুব্ধত্রপ্তপ্ত ব্ধড়স্সব্দন্দ্ব ন্মাজস্সন্ধজ্রপ্পপ্পন্দ্বজব্দ ব্ধড়ুব্ধ ভ্রুস্সত্ত্ব প্পন্দ্বজন্দ্বপ্তভ্র জন্দ্বস্তুত্রস্ত্বত্ত্বব্ধ ন্ত ব্ধড়ন্দ্ব ন্মত্রন্মান্দ্বজ., ত্মত্ত্বজ্রপ্ত স্তুন্দ্বন্দ্বপ্তস্সন্মাপ্পন্দ্ব্রুব্ধ, বজন্দ্রস্তু ভ্রন্দ্বপ্তন্দ্রজন্দ্ব, ঠ্রপ্পনপ্তভ্র ভ্রন্দ্বপ্তন্দ্রজন্দ্ব. ঢব্ধ'ব্দ ব্ধজন্দ্বপ্পন্দ্ব্রুস্তুস্সত্ত্বব্দ স্পন্মান্মাস্পজব্ধত্রুনব্ধভ্র ব্ধস্প প্তন্দ্বজ্রু.*
এ সময়েই DHO (District Health Officer)শর্মার সঙ্গে পরিচয় হয়। কথায় কথায় জানা যায় প্রায় ৪০ বছর ধরে বাবা রামান্না তাঁর কুষ্ঠাশ্রম চালিয়ে আসছেন সামান্যতম সরকারী সাহায্য ছাড়াই। অগস্ত্যর দেখা হয় নি সে আশ্রম। ঠিক হয়

শর্মাজী আগামী সপ্তাহে অগস্ত্যকে নিয়ে যাবে ওখানে। যদিও আজ সকালেই শর্মা গিয়েছিল--- /ঢ ভ্রন্দ্ধঙ্ক ঋড়ন্দ্বজন্দ্ব ঋড়নব্দ প্পস্সক্তুন্তন্দ্ধ, ত্বব্ধ স্তুস্সত্তুপুস্তু'ব্ধ প্পন্দ্বন্দ্বব্ধ ঋড়ন্দ্ব চ্ছ্রত্র ঢ প্পন্দ্বব্ধ ড়নব্দ ব্দস্স ঋড়স্সত্তঋড়. ঞ্চন্দ্ব ব্ধব্রনস্তু ঋড়ব্ধব্ধ গুস্স্নন্দ্বক্তপ্পন্দ্ধব্রনস্তু ত্তন্দ্রস্সজব্ধত্ত্বব্ধন্দ্বপুত্ত ভ্রস্সত্তপুস্তু ন্ধ্ব নদ্রস্সপুপুস্সভ্রন্দ্বস্তু ত্তু গুস্স্নব্ধ. ন্দ্ধন্দ্বজন্দ্রন্দ্বজন্দ্ধন্তন্দ্ব.*(কথাটা অস্বীকার করা যায় নাকি!) হঠাৎ অনাহূতের মতো কার্টুনিস্ট সাথে লাল মাতি চড়ে চলে আসে এবং বলে যে তার নতুন কৃষ্ণসিরিজ কার্টুনগুলো কেউ ছাপতে চাইছে না। কারণ ছবিতে এঁকেছি--- কুরুক্ষেত্রে একজন রাজনীতিক লাসের বদলে প্রচুর ব্যাগ (ব্ল্যাক মানি / কোরাপসন ইত্যাদি লেখা) নিয়ে কৃষ্ণকে অনুনয় করছে বড়ন্দ্ব প্পন্দ্স্তু নব্দ জন্দ্বব্দব্ধপুন্দ্ববব্দ, খ ন্তজনব্দড়্র, ট্রস্তু ন্তজনব্দড়্র ন্ধন্নন্দ্বব্দ ড়নপ্প ঋভ্রস্স স্তুনন্ধন্দ্বব্দব্ধন্নন্দ্ব ত্বনপুপুব্দক্রস্তুত্রব্দস্সব্দ ড়নপ্প ঋস্স ন্তুপুপু স্স ন্দ ঋড়ন্দ্ব প্পস্সক্তুন্তন্দ্ধ. সাথে মন্তব্য করে ত্তস্সত্ত ন্দস্সভ্র নদ্রস্সজত্র ন্দ্মস্সপুনব্ধনন্তন্ত্র, ঋড়ন্দ্ব প্পন্দ্স্তুক্রস্তু ঋড়ন্দ্ব ব্দব্ধস্সপ্পন্ত্ড়, ঋড়ন্দ্বস্তুত্রজন্দ্ব প্পস্সজন্দ্ব স্সজ পুন্দ্বব্দব্দ ঋড়ন্দ্ব ব্ধপ্পন্দ্ব.বলাবাহুল্য, ভারতবর্ষীয় প্রেক্ষাপটে সাথের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

পরের দিন শ্রীবাস্তবের কাছ থেকে জিপ নিয়ে সস্ত্রীক জন অ্যাভেরির সঙ্গী হয় অগস্ত্য--- গন্তব্য জমপান্না। সাথে জানায়, জমপান্না ওই অঞ্চলের বিখ্যাত অরণ্য, তবে বছর কুড়ি আগে অনেক বাঘ ছিল যদিও, এখন সেসব নেই। ইতিমধ্যে উন্নয়নজনিত ধামাকায় হয়তো নতুন রাস্তা এবং ঔষধের দোকানও হয়ে থাকবে বেশ কিছু। আর, জঙ্গলটি নকশাল অধ্যুষিত--- ওরা আদিবাসী তথা অরণ্যবাসীদের চিন্তা ভাবনা করার কথা বলেছে--- বঞ্চনার বিপরীতে লড়ছে। জন অবশ্য জানে না নকশাল কী এবং কেন! বরং জনের ভারতীয় বৌ সীতা ব্যাখ্যা করে-- /বড়ন্দ্বস্তুত্রজন্দ্বত্র্র.নস্সপুন্দ্ধব্ধক্রস্তু প্পনপুনব্ধক্তব্ধ ন্দ্মস্সপুনব্ধনন্তপু ন্ধজস্সত্তন্দ্ম*সাথে ঠেস দেয়, 'বড়ন্দ্বস্তুত্রজন্দ্বত্রব্দ প্পত্তন্তড়ত্র ন্দ্মত্রজব্ধ স্সন্দ্র ঋড়ন্দ্ব ব্দব্ধস্সজন্ত স্সন্দ্র চন্দ্ধন্ন্রপুত্রব্দ চ্ছ্রস্সনপ্প ট্রক্রস্তুস্তুক্রস্তু ত্মস্সব্দস্সন্ধস্সপুপুব্দ---'' অবশ্য অগস্ত্য মৃদু বাধা দেয়--- /ত্তস্সত্ত প্পব্রস্সন্দ ঋড়ন্দ্বপ্প ব্দস্সত্তস্তু পুনন্সন্দ ন্ধন্দ্বজজস্সজনব্দব্ধব্দ।'' সাথে প্রসঙ্গ পালটায়।

তারপর দিন জীপে করে মারিয়াগড়। এ্যাভেরি, সীতা, অগস্ত্য। জীপ পাওয়ার জন্য জন শ্রীবাস্তবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে, অগস্ত্য তার ভুল ভাঙায়, /শ্চন্দ্ব স্সন্দ্র ঋড়ন্দ্ব জন্দ্বব্দস্স্দ্ব ঢ'প্প ন্ধস্সন্দ্ধ ভ্রনব্ধড় ত্তস্সত্ত নব্দ ঋস্স প্পব্রস্সন্দ ঋড়নব্দ ঋজনন্দ্ম স্সন্দ্রন্দ্রনন্তন্ত্রপু, ঋড়ন্দ্ধ ঋড়ন্দ্ব ন্দন্দ্বন্দ্বন্দ্ম'ব্দ গুস্সন্ধস্সন্ধস্সন্ত্র জন্দ্বস্তু টব্দব্দনব্দব্ধব্ধ ট্রস্সপুপুন্দ্বস্তুব্ধস্সজ ত্তস্তুন্দ্বজ ঋজন্দন্তন্দ্ধ স্স ঋস্সত্তজ ঋস্স গ্নস্সপ্পন্দ্রত্র.* পথে টিলানে জীপ থামে। দুপুরের খাওয়া সারা হয়। বিকেলের দিকে ওরা জমপান্না পৌঁছয়। জমপান্নায় নাইট হল্ট। জমপান্নার বনবাংলোয় দু/ একজন দেখা করতে আসে বর্তমান বিডিও, রেভিনিউ সার্কল ইনস্পেকটর, জেলার সভাধিপতি প্রমুখ। আগামীকাল মারিহাণ্ডি যাওয়ার সঙ্গী হবেন এই রেভেনিউ সার্কল ইনস্পেক্টর আর মোটাগতর, ইয়া - গোঁফের সাদা ধুতি - কুর্তা পরিহিত সভাধিপতি একজন পাকা রাজনীতিক, যার সম্পর্কে সরকারী মহলে চালু কথাটা বাজাজ অগস্ত্যকে জানিয়েছিল ত্রব্ধন্তড় স্সত্তব্ধ নদ্রস্সজ ড়নপ্প, ড়ন্দ্ব ড্রব্দ গ্নস্সপ্পন্দ্রত্র ন্দ ন্ধত্তব্দন্ম. ঞ্চন্দ্ব নব্দ ত্রপুপ্পস্সব্দব্ধ ব্দন্তব্ধপুন্দ্ব-ড্রস্তুন্দ্বস্তুপুন্ত জন্দ্বব্দন্মস্সব্দনস্তুন্দ্ব নদ্রস্সজ ঋড়ন্দ্ব ত্রব্ধন্দ্ধন্তন্দ্ব স্সন্দ্র বক্তন্ত্রস্তু স্তুন্দ্বন্দ্বপুস্সন্মপ্পন্দ্ধব্ধ ন্দ ঋড়ন্দ্ব স্তুস্সন্তন্স.*

পরদিন সকালে অগস্ত্যরা মারিহাণ্ডি রওনা দেয়। সীতার শরীর খারাপ হওয়ায় সীতা যায় নি। ওরা এগোতে থাকে, জঙ্গল ত্রমশ ঘন হতে থাকে, তবে অবশ্যই জনের পিতামহের আমলের মতো ঘন নয়। জন ব্যাপারটা যে আঁচ করতে পারে, 'ত্বস্সব্ধড়ন্দ্ধ ত্রত্তজ্নন্দ্বব্দ স্সন্দ্র প্পত্ত ন্ধজক্রস্তুন্দ্রব্ধড়ন্দ্বজ'ব্দ ঋনপ্পন্দ্ব.* কথাটা সত্যি --- ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন। গাইড ছিল বলে ঘন্টাখানেকের পথ ওরা সহজেই অতিত্রম করে যায়। কিছুদূর যাওয়ার পর ওরা একটি ছাই - সাদা রঙের পাথর দেখতে পায়। /ঢ় প্পন্দ্বপ্পস্সজন্ত স্সন্দ্র ত্মনন্তড্রজস্তু ট্রন্দ্বজন্ত ট্রস্সপুপুন্দ্বস্তুব্ধস্সজক্রস্তু ডডনব্দব্ধজনন্তব্ধ ত্তন্দ্বব্দব্ধজ্ত্রব্ধন্দ্ব স্সন্দ্র ত্তস্স্ত্র ১৯১৭-১৯২৩, ভ্রড়স্স ভ্রব্দ ব্দব্ধন্তস্সন্দ্বস্তু, ড়ন্দ্বজন্দ্বত্রব্ধ ঋড়নব্দ ব্দন্মস্সব্ধ ন্ধ্ব বনন্ধন্দ্বজ- স্স ঋড়ন্দ্ব ন্দ্ধড়ব্ধ স্সন্দ্র ২২ টুত্তন্ধ ১৯২৩ক্রস্তু ব্দত্তন্তন্তত্তপ্পন্ধস্তু ঋস্স ড়নব্দ ন্দন্দত্তজনন্দ্বব্দ.*জন পাথরটির কয়েকটি ছবি তুলে নেয়। জনের পিতামহী এখনো যে বেঁচে! বনবাংলা থেকে সীতাকে তুলে নিয়ে সেদিনই ফিরে আসে ওরা মদনায়। সন্ধেবেলা শ্রীবাস্তবের সঙ্গে দেখা করতে যায়। অবশ্য রাতের ওখানে খাওয়ার নিমন্ত্রণও ছিল। কেননা পরদিন জন ও সীতা বোম্বাই ফিরে যাবে।

পরদিন এস. পি. কুমারের অফিসে দিল্লী যাবার টিকিটের টাকা দিতে যায় অগস্ত্য --- দুটো টিকিটের মূল্য ৯০০টাকা--- অগস্ত্য ৪৫০ টাকা দিতে গেলে কুমার কেবল ১০০টাকা নেয়। অগস্ত্যর সন্দেহ, কুমারের টিকিট কাটার টাকা আদৌ লাগে নি। অধস্তন কোনো পুলিশ/ চাকরকে দিয়ে টিকিট কাটিয়েছে, তাকে টাকা না দিয়ে অন্যরকম কোনো সুবিধে পাইয়ে

দেবে--- অর্থাৎ desired Posting কিবংা ত্রব্ধস্সম্মান্ত্রঞ্চদ্ব স্পন্দ্র বস্তুরুব্দন্দ্রন্দ্বজ্ঞ। এরপর শ্রীবাস্তবের অফিসে গেলে জানতে পারে আগামীকালই Monthly District Revenue Officers' Meeting। এর আগে বার চারেক সে নানা অজুহাতে ওই Meeting এড়িয়ে গেছে। ভাবতে থাকে এবার কি অজুহাত সে দেবে। সেই ভাবনা নিয়ে ডঃ মুলতানীর কাছে যায় এবং জানায়শরীর খারাপ এবং শরীরের Private Part-এ rash বেরিয়েছে। ডাঃ মুলতানী ওপর ওপর দেখে মলম, ভিটামিন এবং কয়েকদিন বিছানা - বিশ্রামের পরামর্শ দেয় যদিও তবু অগস্তকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসায়, তার বাবা, গিন্নি ও সন্তানদের সঙ্গে পরিচয় করায়--- খাওয়াদাওয়া হয় এবং রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ রেস্ট হাউসে পৌঁছে দেয়। মুলতানীর কথা মতো অগস্ত্য তিনদিন ঘর থেকেই বেরোয় না।--- কখনো ব্যায়াম করে--- গান শোনে-- সস দার্শনিক বই পড়ে--- মারিজুয়ানা খায়--- নতুবা চুপচাপ শুয়ে থাকে--- আবার একঘেয়েমী কাটাতে কখনো স্বমেহনে মাতে। চতুর্থদিন বিকেলে ঘরে আসে ADHO Tiwari (Addi. District Health Officer)। তৈরী ছিল না যদিও, তবু Tiwariসাহেবের জীপ দেখে নিম্রাজি হয় অগস্ত্য। যায় বাবা রামান্নার কুষ্ঠাশ্রম দেখতে।

আশ্রম কাছে এলে দেখা যায় ইউক্যালিপ্টাস গাছ, কাঁটাতারের বেড়া, একই ধরনের সাদা ঘর--- এ্যাসবেটেস চাল। হেমের পরিবেশ দেখে অগস্তর মনে হয়েছে, /প্তস্পস্পস্ব প্তনন্সন্দ্ব ব্ধড়ন্দ্ব প্পস্পস্তুন্দ্বপ্ত স্পন্দ্রত্র ট্রস্পপ্পত্তুন্দ্বআশ্রমে ঢোকার মুখে একটা লেখায় অগস্তর চোখ পড়ে Real Leprosy is attached to an unclean mind- M K Gandhi। বাবা রামান্না হোমে ছিলেন না, ছিলেন তার পুত্র রামন করন্থ।

অর্থাৎ পূর্বাশ্রমের নাম শঙ্করণ করণথ বাবা রামান্ন ছিলেন ডাক্তার, বাঙ্গালোরে -- সে প্রায় ৪০ বছর আগের কথা। তখনি শঙ্করণ করন্থ মানুষের প্রতি বিশেষ সেবার জন্য কিছু করার তাগিদে নির্জনে শহরে থেকে দূরে এই আশ্রমটি প্রায় একার দায়ে দায়িত্বে পরিশ্রমে গড়ে তুলেছেন। আশ্রমে রয়েছে পরিপাটি সবজি বাগান (কপি/গাজর/মুলো/শাক) ফুলবাগান, দুটো কুয়ো ইত্যাদি। যত শোনে, দেখে অগস্ত্য অবাক হয়, মনে হয় তার বাবা রামান্না পুষ মাদার টেরিজা। তার এক ধরনের আনন্দ হয়। কথায় কথায় জানা যায়, প্রথম দিকে বাবা রামান্না আশপাশের কুষ্ঠরোগীদের কিছুতেই আশ্রমে আনতে পারেন নি। তাদের ভিক্ষাবৃত্তি থেকে সরাতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। তাদের অসুখ যে ততটা ভয়ংঙ্কর নয়, সেটা বোঝানো যায় নি। /চন্দ্বস্ক্লজন্ত নব্দ স্মাব্দস্তুড়স্পপ্তস্পঞ্চনন্ত্রপ্তপ্তস্তু,ন্দ্বজন্ত স্ত্রস্প্রব্ধন্দ্ব, নব্ধ ন্দ্ধস্তুস্পস্তুস্তুব্ধব্দ্বব্দত্র ব্দস্পজব্ধ স্পন্দ্র ন্দ্রব্ধপ্ত প্তৃন্দ্রন্দ্বব্দব্দ,*পুত্র রামন করন্থ ক্ষোভের কথা জানায়--- /প্পস্বব্দব্ধ স্তুনব্দব্ধজনন্তব্ধ স্পন্দ্রন্দ্রনন্তুন্ত্রপ্তব্দত্রজন্দ্ব স্তুন্দ্রন্দ্র. চন্দ্বন্দ্রস্পজন্দ্ব ব্দস্পপ্পন্দ্ব প্তন্দ্বজস্প্রু খজন্ধনস্ত্রব্ধনস্ফব্দ ব্দব্ধজব্ধন্দ্বস্ত ন্দ্রস্তুস্তুন্দ্ব ব্ত্বব্দ, ত্স্ফুন্দ স্পন্দ্র ব্ধড়ন্দ্বপ্প ন্ধন্দ্বজ্ঞ স্ত্রপ্পন্দ্ব ড়ন্দ্বজন্দ্ব, ত্বস্পভ্র নব্ধ ব্দন্দ্বন্দ্বপ্পব্দ ব্ধড়ন্দ্বস্ত স্ত্র'ব্ধ প্তন্দ্বন্দ্ব ত্ত্বব্দত্রপ্তস্ফন্দ্ব, বড়ন্দ্বস্ত ভ্রূব্ধ ব্ধস্প ন্দ্রস্পজন্তুন্দ্বত্র প্তস্প্রু স্তুস্পভ্রু স্পস্তুজ ব্ধড়জস্প্রব্ধব্দ, ঠস্পজব্ধস্ত ভ্রব্ধজব্দ প্তব্ধন্দ্বজ্ঞ, ব্ধড়ন্দ্বস্ত ভ্রুব্ধ ব্ধস্প স্পন্দ্রন্দ্রনন্তুন্ত্রপ্তপ্তস্ত জন্দ্বস্তস্পঞ্চনস্ত্রন্দ্ব ব্ধড়ন্দ্ব ড়স্পপ্পন্দ্ব, ভ্রড়নস্তুড় প্পন্দ্ধব্দ ন্দ্ধন্দ্বজন্দ্রন্দ্বজন্দ্ব ন্ড নব্ধ.*

ওরা কুষ্ঠরোগীদের সঙ্গে ডিনার সারে। অগস্ত্য তখন জানতে পারে যে আশ্রমবাসীরা বস্তুত সারা ভারতবর্ষের থেকে এখানে এসেছে-- আসে; এমনকী, যেমন রামন জানায়, you wouldn't believe that these people were once like the beggars you sec all over India."পরে যখন চাঁদের আলোয় মাখা চরাচর ছুঁয়ে জীপ তাদের বাসায়, মদনায়, ফেরে খুব গোপনে অগস্ত্য টেরর পায় যে সে নকশাল এবং বাবা রামন্নাকে ঈর্ষায় নিয়ে ফেলছে, কারণ... for not their nobility of purpose, but their certitude in knowing what to do with themselves.

জমপান্নার BDOহিসাবে মাস দুয়েক অগস্তর কার্যকরী তথা গুত্বপূর্ণ ট্রেনিং--- এরপরই সে স্থায়ভাবে নিযুক্ত হবে Asstt. Collector পদে। জমপান্নার অফিসে প্রথম দিনের অভ্যর্থনার বহরে সে ঘাবড়ে যায়। /ড্রুস্তুপ্তন্দ্বব্দব্দ, ব্ধড়ন্দ্ব প্তন্দ্ব স্পন্দ্র স্মান্দ্বস্পস্মাপ্তন্দ্ব ভ্রড়স্প স্ত্রপ্পন্দ্ব ব্ধস্প ব্দন্দ্বন্দ্ব ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্বভ্র চড্ডথ ন্দ্রস্পজ ব্ধড়ন্দ্ব ঠনস্তুজব্দব্ধ ন্দ্রন্দ্বভ্র স্ত্রস্তুভব্দ ড়ন্দ্ব (অগস্ত্য) dreaded every visitor\ he felt distinctly ill every time the door opened."প্রতিটি লোকই কিছু না কিছু আর্জি নিয়ে আসে একজন ব্যাংক ঋণ, অন্যজন বদলি, দুজন ডাক্তার আসে Vasectomy and Tubectomy Camp-এর রিপোর্ট দিতে, চারজন রাজনীতিক আসে সাতজন শিক্ষকের বদলির জন্য, রাজনীতিকদের বিদ্ধে অভিযোগ নিয়ে একজন ত্রুদ্ধ প্রাক্তন সৈনিক আসে ইত্যাদি--- সাত সতেরো। Petitions, applications, request –he didn't receive them only by hand. They also came by post. The daily post was a large file, sheet, sheets of incomprehensibilities ---এক একটি যেন বা উপন্যাসের সাইজে। যেমন ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার টিলান ব্রাঞ্চ জানয় /স্থ

ভ্রন্দ্বত্রক্তন্দ্ব ক্তন্দ্বব্ধত্ত্বক্তন্স্ন্ধ ত্তস্সত্ত্বক্ত পুস্স্থ স্মক্তস্সম্মস্সব্দ্বপুব্দত্রন্দ্রব্ধন্দ্বক্ত দ্ধ্বন্স্ন্ধ স্তুনব্দশুব্ধ্রপুনন্দ্রনন্দ্বস্তু ব্ধড়ন্দ্বপ্প ন্দ্রস্সক্ত ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্রস্সপুপুস্সভ্রন্স্ন্ধ ক্তন্দ্ব্বব্দস্স্ন্দস্থ* ন্দ্রস্সপুপুস্সভ্রন্দ্বস্তু ত্তু স্মন্দ্রব্ধন্দ্বব্দত্রস্তু স্মত্রন্ধন্দ্বব্দ স্সন্দ্র ব্দব্ধপ্পস্মন্দ্বস্তু স্তুস্সন্তুব্দ. ঙ্গ ঠ্নন্দ্বত্ত্বক্তন্দ্বব্দত্রস্তু ব্দস্সপ্পন্দ্বব্ধড়ন্স্ন্ধ ভ্রড়নন্তুড় ড়ন্দ্ব ছট্ত্ত্বন্ধত্ত্বব্দব্ধস্তুঞ্জ ন্তুস্সত্ত্বপুস্তু স্সপুন্ত ব্ধন্সন্দ্ব ব্ধস্স ন্ধ্ব দ্ধস্তুভ্রক্তনব্ধব্ধন্দ্ব ন্তুস্স্নন্দ্রন্দ্বব্দব্দনস্স্নব্দ স্সন্দ্র প্পস্তু ন্ধড়স্সব্দব্ধব্দত্রন্তুব্ধব্দ,*এভাবেই ফাইলের পাহাড়। অফিসের অধঃস্তন কর্মচারীরা যেমন বলছে সে তেমন সই দিচেছ। কিন্তু চতুর্থ দিনেই অগস্ত্য কাজ বোঝা বা উপভোগ করার চেষ্টা ছেড়ে দেয় অর্থাৎ ভারতবর্ষের আমলাদের মতন আবছা উত্তর রপ্ত করে ফেলে, /ত্তন্দ্বব্দ, ঢ'পুপু পুস্সস্সন্স ন্স্নব্ধস্স ব্ধড়ব্ধ' বড়ব্ধ নব্দত্র ন্ধস্সস্সস্তু স্মস্সন্স্নব্ধ, থ.ত্র. প্পন্সন্দ্বত্রস্সব্ধন্দ্ব স্সন্দ্র নব্ধ- ন্দ্বব্ধন্তু.। জমপান্না নিয়ে যে ক্ষীণ আশা ছিল অগস্ত্যর, তা উবে যায়। তার মনে হয়, সে ত্রমান্বয়ে একটি গহ্বরে নেমে যাচেছ।

তৃতীয় সপ্তাহে অফিসে ছিপাস্তি থেকে একজন মহিলা আসে জলের আর্জি নিয়ে। নাম পারা। ওদের গ্রামে একটাই কুয়ো যে শুকিয়ে গেছে। একদম জল নেই। আগের BDO-কে বলে বলে কিছু হয় নি। অগস্ত্য ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ারের কাছে জানতে চায় পরিস্থিতি-- ডেপুটি জানায় ও এলাকা ভীষণভাবে নকশাল অধ্যুষিত। কথা শুনে অগস্ত্য রেগে যায় /স্থন্দ্বন্দ্ধ ত্ত্বপ্রপুনব্ধন্দ্বব্দ স্ন্দ্বন্দ্বস্তুন্দ্বস্তু ভ্রব্ধন্দ্বক্ত*। এবং মন্তব্য করে সে নিজে সরেজমিন তদন্তে যেতে চায়। সঙ্গী সেই ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার তবে অন্য জীপে। খুবই নির্জন জায়গা-- ক'টি মাত্র কুটির রয়েছে--- তাতে লোকজন আছে বোঝা যায় না। এরা কুয়োর কাছে চলেযায়। ওখানেই লোকজন দেখতে পায়--- সবাই, মেয়েরা, বাচচারা সব। কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখে দড়িতে বাচচাদের বেঁধে প্রায় চল্লিশ ফুট নিচে নামানো হচেছ এবং বাচচারা প্রায় আধ বালতি হালকা কাদাজল তুলে আনছে। বাচচাগুলোর কনুই গা হাত পা ছিঁড়ে যাচেছ। ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার চৌধুরীর সঙ্গে পরামর্শ করে তখনি অগস্ত্য একটা জলের গাড়ি আনার ব্যবস্থা করে। চৌধুরী জমপান্না ফিরে যায় জলের গাড়ির ব্যবস্থা করতে। ছিপাস্তিতে রয়ে যায় অগস্ত্য। আদিবাসীরা একটা চারপাইতে বসায় তাকে। এখানে আলাপ হয় খাদিপারিহিত প্রকাশ রাও-এর সঙ্গে। ৫০ বছরের রাও এক গাঁয়ে থাকে। রাও নকশাল। ইতিমধ্যে চা আসে। চা দেয় পারা বলে মেয়েটি। রাও গ্রামবাসীদের অবর্ণনীয় দুদর্শার কথা বলে--- সরকারী অবহেলা ও শোষণের কথা বলে। রাও তেলেঙ্গানার। তেলেঙ্গানা আন্দোলনের প্রসঙ্গ ওঠে।

তথ্য এই তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত। তেলেঙ্গানার সংগ্রাম শু ১৯৪৬-৪৮ সাল নাগাদ। তৎকালীন পিপলস্ ভলেন্টিয়ার বিগ্রেডের সংগ্রামী মানুষ কোণ্ডাপল্লী সীতারামাইয়া জানাচেছন, "তেলেঙ্গানা সংগ্রাম প্রথম শু হয় ১৯৪৬, জুন লালগোণ্ডা জেলার শায়াপেট নামক স্থানে। একজন জোতদার অন্ধ্রমহাসভার একজন কর্মীকে খুন করলে কৃষকেরা রাগে ফেটে পড়েন। কমিউনিস্ট পার্টির অন্ধ্রপ্রদেশের নেতা ও কর্মীরা জোতদারদের অস্ত্র ও জমিদখল করে নেন। বিপ্লবের ঝড় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র অঞ্চলে, গড়ে ওঠে গ্রামে গ্রামে জনগণের কমিটি ও স্বেচছাসেবক বাহিনী। প্রায় ৩০০ গ্রাম ও ৩০ লাখ লোককে নিয়ে গড়ে উঠেছিল এক লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা। গোরিলা যোদ্ধাদের সংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল ২০০ এবং প্রায় ১০,০০০ গ্রামবাসী স্থানীয় বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। গেরিলা স্কোয়াড, যাদের আঞ্চলিক নাম, দলম, তারা নিজাম শাহীর ৩০০০ সৈন্যের বিদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তারা স্থানীয় জোতদার জমিদার আর বদবাবুদের শায়েস্তা করতেন। জনগণের কমিটি যে ভূমি সংস্কার চালু করেছিলেন তাতে সাহায্য করতে। নেহে সরকার যখন হায়দ্রাবাদ আত্রমণের জন্য ভারতীয় সৈন্য পাঠালেন তখন ১০ লক্ষ কৃষককে বন্দী ও নির্যাতন করা হয়েছিল। তখন জঙ্গল ও উপকূলর্তী এলাকায় আত্মগোপন করে সংগ্রাম গড়ে তুলতে লাগলেন কর্মীরা। এভাবে ১৯৫০ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে তারা প্রায় ৩৪৫-৩৫০ টি এ ধরনের অভিযান চলিয়েছেন। ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে দলমের দখলে ৪০০০০ বর্গমাইল। বিশিষ্ট একটি বিশাল এলাকা ও ১ কোটি জনসংখ্যার লাল এলাকা তৈরি হয়েছিল। তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলনের উৎস স্ফুলিঙ্গটি স্মরণ করা যাক এবং এই আন্দোলন দমনের জন্য তথাকথিত কর্তৃপক্ষের নির্মম কদর্য অত্যাচারের একটি অসাধারণ অথচ সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত থাকুক

বিষুওর জনগাঁও তালুকের ঘৃণিত দেশমুখ রামচন্দ্র রেড্ডি তাঁর অধীনে একটি গ্রামে (পালাকুর্থি) জোর করেআইসাম্মা নামের একজন ধোপানির জনি দখল করতে যায়। আইসাম্মা সংঘমের একজন নিবেদিত কর্মী ছিল। ওই জমি থেকে রেড্ডি, সমস্ত শস্য কেটে নিতে ষড়যন্ত্র করে এবং এজন্য এর কদিন পূর্বে গ্রামের মিটিং চলাকালীন উপস্থিত সংঘম নেতাদের হত্যা করার জন্য বেশ কয়েকজন গুণ্ডা পাঠায়। কিন্তু গ্রামের জনগণের প্রতিরোধে সে কাজ বাধা পায়। এমন কী গুণ্ডাসর্দার ত্তন

ামালা ভেঙ্কাড়ু গ্রামবাসীদের কাছে মার খায়। এই ছুতোয়, জমিদার ১৪ জন সংঘমনেতাকে গেপ্তার করে তাকে হত্যার চত্র ান্ত্রের জন্য। গ্রামবাসীরা প্রথমটায় বেশ একটু ভয় পেয়ে যায়। রামচন্দ্র রেড্ডিভেবেছিলেন যে এ অবস্থায় আইসাম্মার জমি সহজেই হস্তগত করা যাবে ফলে রেড্ডি ১০০ জন গুণ্ডা ও ১০০ জন তার চাকর জমি দখল করতে পাঠায়। এ সময় অবশিষ্ট সংঘম নেতা ও আটশজন সেচ্ছাসেবক লাঠি নিয়ে প্রতিরোধে নামে। গুণ্ডারা এদের দেখে ভয় পেয়ে পালায়। তখন এরাই আইলাম্মার জমির ফসল কেটে আইলাম্মার বাড়ি তুলে দেয়। সে রাতে বিষুণ্ডর পুলিস আসে কিন্তু কিছু করে না পরের দিন সকাল ৬টায় সংঘমের ছ-জন নেতাকে-- ভিমিরেড্ডি নরসিংহ রেড্ডি, চাকিলাম ইদাগিরি রাও, লাল্লু প্রত াপ রেড্ডি, কাৎকুর রামচন্দ্র রেড্ডিকে পুলিশ গেপ্তার করে বিষুণ্ডর থানায় নিয়ে যায়। মাঝরাতে হাত - পায়ে শেকল বাঁধা নেতাদের কাছারি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভীষণরকম মারধর করে, তাদের মাথা গরম উনোনে ধসে ধরে, পায়ুতে লঙ্কাগুঁড়ো ঠেসে দেয়, মুখে প্রস্রাব করে দেয়। তবু এত কিছু করেও আইলাম্মার ফসল ওরা নিতে পারে না।

দেশমুখ রামচন্দ্র রেড্ডির এই পরাজয় কৃষকদের মনে সাহস এবং উৎসাহ আনে। উৎসাহ এতটাই যে পরবর্তীকালে অঞ্চলের লোকজন এই ঘটনাকে উপজীব্য করে গান বাঁধে। বলার কথা আরো, এ-আন্দোলনের প্রভাব- প্রাসঙ্গিকতা এতট াই হৃদয়মথিত ছিল যে হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ব্রপুন্দব্দ স্নন্দ্র বন্দ্বপ্তুব্ধ নামে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। একটি উদ্ধৃতি

Brother! We must not forget
That our village fields are wet
With blood and with our sweat
Kumarayya told the people.
(5th Table, p.579)

অগস্ত্য তার অজ্ঞতা জানায় It was against rural exploitation, just like the original Naxal movement in Bengal. That's about all, I know none of the details." উৎসাহ পায় রাও।

নকশালবাড়ি আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে একটি বিশেষ, রাজনৈতিক মানসিকতার প্রয়োগকে প্রতিষ্ঠা দেয় কেননা পরবর্তীকালে এই আন্দোলন আরো অনেক আন্দোলনের প্রেরণা হয়ে উঠেছিল। ইতিউতি কৃষকদের, শ্রমিকদের আন্দে ালন অবশ্যই বাড়ছিল বিশেষত ১৯৬৬-৬৭ সালে। তবে চরমবিন্দু এর ছিল ২৪ ও ২৫ মে' ৬৭ সাল। ঠিককি ঘটেছিল এই দুটো দিনে? পুলিস রিপোর্টই পড়া যাক ঝড়ঝাড়ুজোতে (নকশালবাড়ি) কয়েকজন সশস্ত্র কৃষক ও নেতা আছে এমন খবর পেয়ে পুলিশ তাদের গেপ্তার করতে যায়। পথে প্রায় ২০০ জন সশস্ত্র কৃষক পুলিশ দলটিকে ঘিরে ফেলে। এ সময় একজন পুলিশ অফিসার তাদের ঘেরাও মুক্ত করার জন্য হেড কোয়ার্টারে বেতারে খবর দেয়। তখন এনফোর্সমেন্ট বিভ াগের ইনসপেক্টর সোনাম ওয়াংদির নেতৃত্বে একটি পুলিস দল তাদের মুক্ত করতে যায়। ওয়াংদি গাড়ী থেকে নেমে সশস্ত্র জনতার সাথে কথা বলে আগের পুলিস দলকে ঘেরাও মুক্ত করতে গেলে হঠাৎ তার বুকে কয়েকটি তীর এসে লাগে। ওয় াংদি মাটিতে পড়ে যায়। অন্য অফিসারের গায়েও তীর লাগে। তৃতীয় জন পালিয়ে যায়। সমস্ত অঞ্চলে তখন উত্তেজনা বেড়ে যায়। এরপর সশস্ত্র পুলিসের টহলও বেড়ে যায়। বেঙ্গাইজোতের প্রাদ সিং ও তার স্ত্রী সোনামতির উদ্যোগ একটা মহিলা সভা ডেকেছিলেন, নকশালবাড়ির বাজারের উত্তর - পশ্চিমে, প্রসাদজোতে। ২৫ তারিখে সভা যখন চলছে, তখন হঠাৎ আসাম - ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের একটা টহলদারী ভ্যান সভার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে কিছুদুর অগ্রসর হয়ে গাড়ী থেকে নেমে পুলিশরা কাছেই ঝোপঝাড়ে পজিসন নিয়ে সভা লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল। তখন সেখানে ৭ জন মহিলা ও ২ জন শিশু সহ মোট ১১ জন মারা যায়। সেনাপতি সিং -এর বুকের গুলি বিদ্ধ করে তার পিঠে বাঁধা ছোট আট মাসের শিশুটিকে এরপরই আন্দোলন আরো দুর্বার হয়ে ওঠে। সরকারী দমনপীড়নও অমানুষিক হয়ে ওঠে।

রাও জানায়, rural exploitation -এর থেকেও গভীর ন্যক্কারজনক কাজ চলছে। যেমন পিরটানা ব্লকে--- এসব আদিব াসী মেয়েরা তাদের দেশজ আচার মতো শরীরের ওপরাংশ ঢাকা দিত না। অগস্ত্য যেন বুঝতে পারে। রাও বলে, সরকারী খুব গুত্বপূর্ণ অফিসার-রাএর সুযোগ নেয়। এমন কি পিরটানার নতুন Asstt. Conservator of Forest, too. A man called Gandhi, even he abused the honour of the Tribal woman who cooked for him. The men of village were very angry. They visited Gandhi three nights ago, and surprised them both. In revenge and for punishment, they cut off his arms." এদিকে সন্ধে নেমে আসে-- জলের দেখা নেই। ইতিমধ্যে

রাও-এর কুটিরে অগস্ত্য বসে-- এখানে লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে--- ওরা আদিবাসীদের জীবনের সংকট, শোষণ, অত্যাচারের কথা বলতে থাকে--- মাও সে তুং -এর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। অগস্ত্য মাঝে মাঝে মৃদু আপত্তি জানায়--- /ডডপ্সৃ'ঋ ব্ধত্রভ ঋড়ন্দ্বভ ছবক্তজন্দ্রস্থ্রগ্নত্রক্তজন্দ্ব ব্দনপ্পস্মাপ্তন্দ্ব, ব্ধত্রভ ঋড়ন্দ্বভত্রক্তজন্দ্ব স্তুনন্দ্রন্দ্রন্দ্বক্তজন্দ্বঋ. ওরা মানতে চায় না যদিও। অগস্ত্য ওদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে জংলী চুট খায়। রাও হঠাৎ মন্তব্য করে বসে, /বড়ন্দ্ব ঋক্তজন্দ্রস্থ্রব্দত্রক্তজন্দ্ব ঋক্তস্ত্রস্মান্মান্দ্বস্তু, ত্রস্তু ভ্রুসত্তক্ত ঋপ্সন্ধ. স্তুন্দ্বন্দ্বপ্তপ্সস্মাপ্পন্দ্বঋ ন্তু'ঋ ব্ধন্দ্ব ঋড়ন্দ্বপ্প ন্ধন্তত্রভব্দন্দ্ব ব্দনঋঋন্তন্ধন্ত ঋড়প্সব্দন্দ্ব ন্তন্ধ ন্তুনঋনন্দ্বব্দ, ভ্রুসত্ত ড্রন্দ্ব স্তস নস্তুন্দ্র প্সন্দ্র ড়প্সভ্র ঋড়ন্দ্বভ প্তন্নন্দ্ব.* অগস্ত্য পুরোটা মানতে চায় না কেননা অগস্ত্যর মনে হয়েছে ওরা ছিপান্তিকে ন া বেছে অন্য কোথাও অর্থাৎ যেখানে জলের ব্যবস্থা আছে এই জঙ্গলের কাছে পিঠে থাকতে পারে। এই নিরক্ষর শোষিত বঞ্চিত আদিবাসীদের আপনারা সেটা জানান--- অগস্ত্য রাওকে প্রা করে--- If you are teaching them to distrust the world outside this forest, why don't you also teach them to be self-sufficient? রাত বাড়ে। আদিব াসীরা অগস্ত্যকে সম্মান জানাতে নাচের আসর বসায়--- তাড়ি খাওয়া হয়--- অগস্ত্যও খায়। মেয়েরা নাচে এক্ পা এগে ায়, দু পা পিছোয়--- এই ছন্দে। এ সময় হঠাৎ দুটো জলের ট্যাঙ্কের আলো দেখা যায়। ওরা নাচ ভেঙে আনন্দে মাতে।

এর পরদিনই তাকে মদনা ছুটতে হয়--- বাজাজের Development মিটিং। ওখানে মদমনক্ষ ভাটিয়ার সঙ্গে আড়ালে কথা হয় পিরটানার মোহন গান্ধীর ব্যাপারটা নিয়ে। ভাটিয়া পুরো ঘটনাটা জানায় এবং বলে রোহিনী, মোহনের বৌ, ও তার দ াদাকে তার করে আনানো হয়--- রোহিনী পোয়াতি ছিল। প্রথমদিকে ব্যাপারটা গোপন থাকলেও, পরে তা থাকে নি। মদন ার 'দৈনিকে' খবরটি বেরিয়ে যায়। শেষে বাধ্য হয়ে আড়ালে মোহনের দাদাকে ঘটনাটা বলা হয়। তারপরই তারা মোহন াকে নিয়ে দিল্লী হয়ে অলওয়ার চলে যায়। গান্ধীর পরের সংবাদ কেউ জানে না ।সন্ধ্যেবেলা শ্রীবাস্তবের বাসায় যায় অগস্ত্য। শ্রীবাস্তব তাকে খুব উৎসাহ দেয় কাজের জন্য। পরদিন বেরোনোর সময় জগদম্বার ভক্ত গায়ক শংকরের সঙ্গে দেখা হয়--- দুজনে চা খায়--- শংকর জানায় সে কোলটাংগা বদলি হয়ে যাচ্ছে। অগস্ত্য জমপান্না ফিরে চলে। বাকী দিনগুলো একইরকম ভাবে কাটে। বাঁধা ছকে--- ১ ঘন্টার টিফিন ৪ ঘন্টায় টেনে নিয়েও। তবে জমপান্নার কাজ শেষ হওয়ায় দু/তিন দিন আগে অগস্ত্য শ্রীবাস্তবের ফোন পায়--- তার Posting order এসেছে Asstt. Collector at Soltanga । জমপ ান্নায় farewell নিয়ে অগস্ত্য মদনায় ফিরে আসে। দ্বিধান্বিত অগস্ত্য--- কোলটাংগা যাবে নাকি--- ।ভাবনা পেয়ে বসে যদিও ODO মেনন ওখানে আসে। সাথের দেওয়া গীতার শ্লোক মনে পড়ে Of thou will not fight thy battle of life because in selfishness thou art afraid of the battle, thy resolution is in vain: nature will compel thee. Because thou art in the bondage of Karma, of the forces of thine own past life."

নিজের ঘরে শুয়ে ছিল অগস্ত্য। চুপচাপ। হঠাৎ লাল মাতি নিয়ে হাজির সাথে তার প্রস্তাব গোরপার্কে গিয়ে বিয়ার, মাংস খাওয়া। ওখানে বিশেষ নির্জন জায়গায় নদীর ধারে বিয়ার এবং বীফ্ নিয়ে বসে সাথে ও অগস্ত্য ।ওখানেই সারাটা দিন কা টিয়ে দেয়। কথায় কথায় জানায়, /ঢ স্তুপ্সৃ'ঋ ঋড়ন্তস ঢ'প্প ন্ধপ্সন্তন্ধ ঋপ্স স্পপ্তঋন্ত্র. ঢ'প্প ন্ধপ্সন্তন্ধ ঋপ্স ন্ধপ্স ড়প্সপ্পন্দ্বত্রস্তু ঋড়ন্তস. ঢন্দ্বন্দ্বস্তু ঋপ্স ঋড়ন্তস,* সাথে ওর এই চিন্তাকে উড়িয়ে দিলে, অগস্ত্য বিশদ হয়

"I feel confused and awful, Journey after Journey, by train and jeep, just motion. Integration Meeting, Revenue meetings, Development. First the Job didn't make sense, and, I thought then, when it does, I'll settle down…. At Chipanthi I thought, if my mind wasn't so restless, if it cohered somehow, then I'd be working, getting water to a village, something concrete. Even at Baba Ramanna's I felt guilty, immersed in myself, while a doctor had worked a miracle."

রাত আটটায় মদনায় রেস্টহাউসে ফিরে আসে। ঘরে ঢুকে নীরার চিঠি পায় 'ডডন্দ্ব্রক্ত প্সন্ধত্ত. ঢ প্তপ্সব্দঋ প্পভ্র নক্তজন্ধন্তনঋভ প্তব্দঋ ভ্রন্দ্বন্দ্বসস্থত্রস্তু প্সস্তুস্তুপ্তভ্র, প্পভ প্পন্ত ন্দ্রন্দ্বন্দ্বপ্তন্তন্ধ নব্দ প্সন্দ্ব প্সন্দ্র ন্ধক্তজন্দ্বঋ ক্তজন্দ্বপ্তনন্দ্বন্দ্রস্থ ঢ'ন্দ্ব ঋপ্সন্ধ ঋড়ন্দ্ব স্মাপ্তক্তন্ধন্দ্ব, ব্দপ্স ঋপ্স ব্দস্মান্দ্রস.* রাতে দক্ষিণ নামক হোটেলে সম্বর ইডলি খেয়ে ঘরে ফেরে অগস্ত্য। আর পরদিন শ্রীব াস্তব, কুমারকে ফেরকোলটাংগায় যাওয়া পথে মদনায় দেখা করার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ট্রেনে চড়ে বসে--- গন্তব্য কে ালকাতা। ট্রেনে সে ত্রক্তজন্তত্তব্দ টত্তক্তজন্দ্বপ্তনত্তব্দ খুলে বসে "To-day I have got myself out all my perplexities, or rather, I have got the perplexities out of myself for they were not without; but within, they lay in my own outlook."

বইটির শেষ এখানেই।

।। তিন ।।

বেশ খানিকটা বিশদে বলা হল উপন্যাসধৃত গল্পটা। উপমন্যু উপন্যাসে যে ভারতীয় গল্পটি বলেছেন, সরকারী শাসনযন্ত্রের প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছেন, এ উপন্যাসের মনস্ক পাঠক তাতে কখনোই উদ্দাম কল্পনা বা কষ্টকল্পনার প্রকাশ বলে মানবেন না। এটি একটি বিশ্বাসযোগ্য এবং আমজনতার রোজের অভিজ্ঞতার নিদাণ ছবি। ছবির চরিত্রটিকে বুঝতে আমরা উপন্যাসের কয়েকটি প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ বেছে নেব

ক) সরকারী আমলাতান্ত্রিক শাসন - শোষণ

খ) উপন্যাসে চিত্রকল্প / উপমা

গ) অগস্ত্যর অস্থিরতা

-ঃ ক ঃ-

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। ভারতবর্ষে বৃহত্তম গণতন্ত্র। তবু স্বাধীনতার এত বছর পরও ভারতবর্ষের আশানুরূপ অগ্রগতি ব্যাহত। কেন? যে কোনো দিনের খবরের কাগজ খুললেই জানা হয়ে যায় পাঠকের এই অধোগতির অন্তত আংশিক কারণ যাকে চোট-খাওয়া জনসাধারণই 'নেতা-বাবু' রাজ বলে চিহিত করতে চায়। নেতা - রাজনীতিক।বাবু - আমলা। আমলাদের ভূমিকা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এঁরাই সুশাসনের মেদণ্ড। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, আমলা বলতে সাধারণত যে ছবি জাগে--- IAS, IFS, IPS এবং তাদের সহকারী উচচস্তরের সচিব-সহকারীবৃন্দ-- আমলা জগৎ মোটেই তত ছোট নয়--- আমলাতন্ত্র বলতেবুঝতে হবে প্রশাসনের সমগ্রকে অর্থাৎ এর রাজনৈতিক স্তর, সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য ব্যত্তিগণের স্তর এবং ওই গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর সুচা প্রয়োগিক স্তরের লোকজন; জেলাশাসক, কালেকটর, পাটোয়ারী তহশিলদার, বড়বাবু (করণিক), পুলিস, শিক্ষক (সরকারী) প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারবাবুও এর অন্তর্গত। পরিহাসের কথা, মুসৌরীর National Academy of Administration থেকে পাশ করা সদ্য আমলারও নাকি বর্তমান ভারতবর্ষের প্রকৃত পরিস্থিতি বুঝতে অক্ষম অর্থাৎ জন-বিচ্ছিন্ন! এই রোগটি এতটাই গভীর যে অতি সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং তাঁর প্রথম জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে /বড়ন্দ গুস্মন্দজ্ঞপ্নন্দব্ধব্রব্ধ ন্দ্বন্দজন্ত পুন্দ্বন্দপ্ত ব্ধপ্সস্ত্রন্ত নব্দ ঞ্সব্ধব্রস্তন্দশুব্ধব্ধন্দপুন্ত ন্দশুব্রনম্মান্দস্তব্রস্তব্রব্ধব্ধব্রন্দস্ত ব্ধপ্স স্তন্দ্বপ্ত ভ্রনব্ধড় ড্রন্তপ্সপ্সপ্নন্তব্রস্ত ব্দপ্সন্তন্ত্রপ্ত স্তব্ধপ্তপুন্দব্ধন্দব্দ ন্দ্রন্তন্দ্ধ ব্ধড়ন্দ ত্ত্বব্ধনপ্স.* ছবড়ন্দ ত্রব্ধব্ধন্দব্দপ্ল --- ন্সপ্ত- বত্তন্দব্দস্ত্রন্ত ৫ঙ্গ১০ঙ্গ০৪ ত্মন্দন্দ্র. ত্মন্দন্দ্রপ্সজ্ঞপ্নন্দ্ধ চত্তজন্দ্বত্তন্তব্রন্তন্ত ত্ত্ব ট্রব্রজব্ধন ন্ড়প্সব্দপ্তগ্ন অর্থাৎ জনগণের কল্যাণে গৃহীত সুযোগ সুবিধা আদৌ জনগণের কাছে পৌঁছচেছ না। কারণ দুর্নীতি। কী তার রূপ! একটি দৃষ্টান্ত থাক। রাজনীতিকরা, এমন কী নির্বাচিত রাজনীতিকরাও, কখনো কখনো প্রত্যক্ষ- ভাবেই এক ধরনের আঁতাত তৈরী করে নেন মীরাটে বসবাসকারী একজন জাট এম এল এ ব্যাখ্যা করেছেন সেটাই

The farmer will approach the MLA with a problem. The MLA will then phone or go to the police station or S.P' office. The Police officer will either say 'গুন্নন্দ প্নন্দ ব্ধড়নব্দ প্পত্তন্তড়ব্রস্ত ঢ ভ্রনপ্তপ্ত ন্ধন্দব্ধ ভ্রপ্সত্তজ ভ্রপ্সজপ্স স্তপ্সন্দ প্সজ নব্ধ ভ্রনপ্তপ্ত ন্দত্তব্দব্ধ ভ্রপ্সজপ্স ভ্রনব্ধড় ন্সন্দ্রপ্তত্তন্দন্তন্দ. বড়ন্দ ত্তন্ট ভ্রনপ্তপ্ত ন্ধপ্সব্রব্ধপ্স ব্ধপ্স ব্ধড়ন্দ ন্দ্রব্রজপ্নন্দজব্রস্ত ব্ধন্ত 'ড়ন্দ ছন্মাপ্সপুনন্তন্দগ্ন ড্রব্দব্রব্দপ্সন্দস্ত ন্দ্রপ্সজ ত্মব্দ. ১৫,০০০ঙ্গ- ভ্রড়ন্দ ন্ড ন্দ্রন্তব্ধ ড়ন্দ প্সপুন্ত ব্রব্দপ্সন্দস্ত ন্দ্রপ্সজ ত্মব্দ. ১০,০০০ঙ্গ-. ত্রপ্স ন্মাপ্সপুনব্ধনন্তন্তব্দ ড্রন্দ ন্ধন্তপ্সপ্নন্দ পুনপ্সন্দ ন্তপ্সপ্পনব্দব্দনপ্স ট্রন্ধন্দব্ধব্দ.*১

সুতরাং এই পরিস্থিতিতে জনগণেৰ কল্যাণ অপেক্ষা আত্ম - কল্যাণই একমাত্র অন্বিষ্ট হয়ে উঠবে ক্ষমতাসীন ব্যক্তির, তা বলা বাহুল্য। আরো, বৃটিশ সরকারের মতোই স্বাধীন সরকার, যে কোনো দলের, কেন্দ্র - রাজ্য নির্বিশেষে, 'মায় - বাপ' সরকারের ভূমিকা ছাড়তে পারছে না। কেননা 'নেতা - বাবু' রাজ কোনোভাবেই তাদের মুঠি আলগা হতে দেয় নি আজো। গভর্নমেন্টের শুঁড় সমস্ত কোণে কোণে ছড়িয়ে গেছে রাজস্থানের সেচ্মন্ত্রী যেমন ঘোষণা করেছেন, /ড্রন্দজন্ত স্তজপ্সন্মা প্সন্দ্র ভ্রব্ধন্দজ ব্ধড্রব্ধ নব্দ জন্দন্তন্দন্নন্দস্ত ব্ধড়জপ্সত্তব্ধড় ত্তন্তব্দ ন্তপ্সপ্নন্দব্দ ত্তস্তন্দজ ব্ধড়ন্দ নজ্ঞজনন্ধব্ধনপ্স ডডন্দন্মব্রজব্ধপ্নন্দব্ধ.২ এ রোগ বহুদিনের যদিও রোগমুক্তির নিদান বহুদিন আগেই ডঃ রাধাকৃষণাণ দিয়েছিলেন /ন্দ ব্দড়প্সত্তপুস্ত ড্রন্দ ন্ড ব্ধড়নব্দ ট্রপ্সত্তব্ধজন্ত,ব্রস্তপ্নন্ডনব্দব্ধত্তব্ধন্নন্দ ন্সব্ধন্দন্ধজনব্ধন্ত ন্দ্রনজব্দব্ধ, ন্দন্দ্রন্দ্রনন্তনন্দন্তন্ত ন্দপ্রব্ধ,

ন্দ্বন্তুঙ্গুস্পপ্নম্ভ ব্ধড়নক্তুস্তু.*

কিন্তু বাস্তবে তার কতটা প্রতিফলিত হয়েছে, কাজ রূপান্তরিত হয়েছে তা সন্দেহের ঊর্ধে নয়। মহান গণতন্ত্র স্বার্থন্বেষী চাপে এক ধরনের কর্তৃত্বপূর্ণ গণতন্ত্রে পর্যবসিত। ঐতিহাসিক আয়েষা জালালের পর্যবেক্ষণ Post colonial India… exhibit alternative forms of Authoritarianism. The nurturing of the Parliamentary form of Govt. through the meticulous observance of the ritual of elections in India enable a partnership between the political leadership and the non-elected institutions of state to preside over democratic authoritarianism."4

সুতরাং সাধারণ ভারতবাসী গরিব ভারতবাসীর তেমন কোনো সুরাহা হচ্ছে না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন লাভের গুড় খেয়ে য াচ্ছে। মানুষের আশান্বিত ভোট তীব্র নিরাশায় ভেঙে পড়ছে, যেমন সাংবাদিক মার্ক টুলিকে জনৈক গ্রামবাসী সহজ ভাবেই বলেছিল, /ভ্রড়প্সন্দ্ধন্দ্বক্ত ঢ়্ল্প্সব্ধন্দ্ব ন্দ্রপ্সক্ত ভ্রনপ্তপ্ত ম্নাত্তব্ধ প্পস্তু্ল্প্সব্ধন্দ্ব ন্ড ড়নব্দ ব্দব্ধপ্সপ্পন্তুড়*. এক্ষেত্রে, গ্রাম্যচাষির প্রাপ্তি কী? একজন বৃটিশ লেখক লিখেছিলেন সেটাই /বড়ন্দ্ব ঢস্তুন্ত্র ন্দ্রব্জপ্নন্দ্বক্ত নব্দ স্থাক্তু ন্ড স্তুন্দ্বব্ধ, পুন্নন্দ্বব্দ ন্ড স্তুন্দ্বব্ধ. ট্রস্তু স্তুনন্দ্বব্দ ন্ড স্তুন্দ্বব্ধ.*

ভ্রষ্টাচারের এই আসরটিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সরকার - পোষ্য নানা সহযোগী সংগঠন আছে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পুলিসের। উপন্যাসে এস. পি. ধীরাজকুমারের কীর্তিকলাপকে অনুসরণ করলে আমাদের বত্তব্য বোঝা যাবে। প াঠক, দুটো প্রসঙ্গ খেয়াল কন মারিয়াগড় রেস্টহাউসে রাতভর নীল ছবির বিশেষ দর্শক ধীরাজ কুমার স্বয়ং এবং তারই উচচারণ 'স্তুন্দ্বন্ধজন্দ্বন্দ্বব্দ প্সন্দ্র স্তুনব্দড়প্সন্দ্বব্দব্ধম্ভ' কথাটি। অর্থাৎ চালু কথায় রক্ষকই ভক্ষক। বলা যাক, এই ভক্ষকের ভূমিকাটি দীর্ঘকালের নিরবচিছন্ন ধারাবাহিকতা ধারণ করে আছে। মনে পড়বে হয়তো সোফোক্লেসের 'আন্তিগোনে' ন াটকে রাজা ত্রেয়নের উক্তি

"Sentry : … But still not guilty in this business.

Creon : Doubly so, if you have sold your soul for money."

('Antigone/ P 135)

এই যে প্রকৃত প্রেক্ষিত, বলা যাক আত্মক্ষয়ী বাস্তব, এর থেকে পরিত্রাণ কোথায়! অগস্ত্যের অন্বেষণ বিভ্রান্ত-- আমজনতাও কি নয় তেমনভাবেই বিভ্রান্ত! ভারতবন্ধু উদ্বিগ্ন, অর্থনীতিবিদ, গুন্নার মিরডাল ভারতে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ায় হতাশ হয়েই যে বা বলেছিলেন অম্লান দত্তকে যে দুর্নীতিকে রোধ করার চেষ্টা হচ্ছে না কেন! কেন? এই কেন-র উত্তর তাঁর (অম্লান দত্তকে) যেমন জানা ছিল না, তেমনি বর্তমান নিবন্ধপ্রয়াসীরও নেই। তবে একজন বিখ্যাত পদস্থ বাবুর কৈফিয়ৎ উদ্ধার করা যাক বত্তা ডঃ টি. হনুমান চৌধুরী। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের আই টি পরামর্শদাতা ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর অ ামলে। মিরডালের মতো অনুরূপ প্রন্নর উত্তরে সাংবাদিক মার্ক টুলিকে বলেছিলেন

'We are tolerant people. So we tolerate corruption. We keep on exposing corruption, but because we are tolerant, we don't convict the corrupt. God and corruption are everywhere. Paupers come into politics and become rich. So poverty must be permanent to keep politics going."

পাঠক এই কৈফিয়ৎ বিবেচনা কন। তাহলে বোঝা যাচেছ দারিদ্র্য নির্মিত হচেছ রাজনীতির শর্তে এবং স্বার্থে। স্বাধীন ভ ারতবর্ষেও তবে দারিদ্র্য 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'! সুতরাং আংশকা জাগে ভারতবর্ষের মহান democracyকলোনীর আমল াতন্ত্র নিয়ে লালফিতের ফাঁসে জড়িয়ে দুর্নীতির রত্তে লালিত হতে হতে 'ন্প্তুন্দ্বম্নাব্ধপ্সন্তুক্সন্তুম্ভ'-তেই পর্যবসিত হচেছ যেন ব া!

খ) উপন্যাসে চিত্রকল্প / উপমা

আগেই বলেছি 'ইংলিশ, আগস্ট' উপন্যাসটি আমাদের খুব চেনা পরিচিত জগতের ছবি ধরে আছে। উপন্যাস রোমান্স নয়। উপন্যাস যেহেতু জীবনের যাপনের প্রতিকৃতি, সেজন্য খুব আলগা পাঠেও আলোচ্য উপন্যাসটি মনোযোগ কেড়ে নেয়। বহুদিন আগে যখন পশ্চিমে নভেলের প্রাথমিক পর্ব চলছে, যখন পাঠক সাধারণভাবে নভেলের সঙ্গে রোমান্সের স্ব াতন্ত্র্য বুঝে উঠতে পারছেন না, তখন একটি বইতে 'বড়ন্দ্ব ত্নক্তপ্সন্ধজন্দ্বব্দব্দ ন্দ্র ত্মপ্সপ্পক্তুন্দ্ব ছ১৭৮৫গ্ন সংকলন/১ খুব ত

াৎপর্যময় সরল উক্তি করেছিলেন লেখক ক্লারা রিভ (Clara Rceve)
“The Novel is a picture of real life and manners, and of the Times, in which it is written.”
লেখকের বিষয়গত, আঙ্গিকগত নির্বাচন পর্যবেক্ষণের প্রসঙ্গটি মাথায় রেখেই বাস্তব জীবন ও তার রীতিপদ্ধতির বিষয়টি এবং একই সঙ্গে সময়ের দায় বা প্রণোদনা আমরা বর্তমান উপন্যাসে কতটা কী পাচ্ছি, তা জানার জন্য প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত তুলে নেব। সংখ্যা যেহেতু বিবেচ্য নয় আমাদের, তবু একটি করে দৃষ্টান্ত থাক।

সময় ও রীতিপদ্ধতি

‘The electricity supply is really bad here. They will begin soon. Shutting it off regularly in the hottest parts of the day…” Agastya got a Candle and placed it on the Madna District Gazetteer. ভাটিয়া মন্তব্য করে, /বড়নব্দ ন্দ্রব্ধ স্থাপ্সন্স নব্দ তনন্তন্দ্ব. টব্দত্র স্মন্ত্রস্মান্দ্বজভ্রন্দ্বনন্ধড়ব্ধ, ন্দ্রপ্সজ স্মাপ্তন্তন্ধ ন্তক্রস্তপ্তন্দ্বব্দ প্সস্থ ড্ডন্দ্বজ্ঞপ্সন্দ্ব ব্ধজন্দ্ব্রব্ধব্দ ন্বপ্সন্দ্বজ্ঞপ্সন্ধব্ধ ব্দব্ধত্তন্দ্রন্দ্র প্তনপ্সন্দ্ব ব্ধড়নব্দ. ত্মন্দ্রপ্তপ্তস্তুপ্তব্রস্তন্দ্ব ব্দব্ধত্তন্দ্রন্দ্র ব্দপ্সপ্সন্দ্বব্ধনপ্সন্দ্বব্দ, ন্দ্রত্তজ্ঞনব্ধত্তজন্দ্ব, প্সপ্তস্ত ড়প্সত্তব্দন্দ্বব্দ, প্সপ্তস্ত স্থাপ্সন্সব্দ, ত্রপ্তপ্ত ব্ধজন্দ্রব্ধন্দ্বস্ত প্তনপ্সন্দ্ব ব্ধড়নব্দ. ঠপ্সজ প্সন্দ্বন্দ্বস্মান্দ্ধ ন্তক্রস্তপ্তন্দ্বব্দ প্স.*

উপমা

The antibiotic capsule was blue and yellow, and smelt like a stale – sweaty armpit, like a crowded Calcutta bus in summer.
মদনার প্রতীকে ভারতবর্ষ ! উদ্ধৃতি থাক---
“The town looked so ugly he (Agastya) wanted to laugh. He realized that if he liked Madna at all was because of its horrifying unpretentiousness, its greetings-from-a-cesspool-we’re-all-in-it feeling. The adults defecating modesty behind bushes, the children, lords of innocence, waving to the Jeep while shitting beside the road, cows and stray dogs, even inexplicably, a camel and people, people burgeoning like a joyous cancer. ‘A sense of national or social sanitation is not a virtue among us. We may take a king of baths, but we do not mind dirtying the well or the tank or the river by whose side or in which we perform ablutions.’ Of course they had all heard of Gandhi, the Father of Nation, the twentieth – Century superstar (especially after the film, the Hindi version of which at least a few of these defecators had seen and enjoyed in a packed cinema House, jabbing their fingers joyously at the stars of their freedom struggle.”
অথবা গান্ধী মূর্তির প্রতীকে মদনা !---
যেমন তিনতলা গান্ধীহলের প্রধান দরজায় a statue of a short fat bespectacled man with a rod coming out of his arse. অগস্ত্যর অবাক বিস্ময় Is that a statue of Gandhi? শ্রীবাস্তব জানায়, Yes, who did you think?”
‘What’s the rod, Sir?” –That’s to prop up the statue. It fell of a few weeks after is was installed.”
গান্ধী জাতির জনক। তাঁর মূর্তির যখন এমন অবস্থা ---
লেখকের তথ্যানুগ থাকার ঝোঁক উপন্যাসে প্রত্যক্ষ। যেমন, জনবিস্ফোরণের মোকাবিলায় সরকারী সেবারফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার কর্মসূচী। মিটিং পদযাত্রা শ্লোগান অনেক হয়, হয়েছে--- তবু ভারতের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান--- বর্তমানে ১০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে বোধহয়। একটা সময়, পাঠকের মনে পড়বে, এর মোকাবিলায় ইন্দিরাপুত্র সঞ্জয় গান্ধীর অতি উৎসাহী ভূমিকার কথা। গ্রামগঞ্জে কেবল নয়, শহরে, রাজধানী দিল্লীতেও তীব্র দ্রুততায় নাশবন্দীর কাজ চলছিল। নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন আমলা মিঃ জগমোহন। বৃটিশ সংবাদিক ডেভিড শেলবোর্ন জানাচ্ছেন যে প্রায় 25,000/- people whose homes had been bulldozed had been subject to compulsory sterilization as a prerequisite to resettlement.” কিভাবে কাজটি করা হতো তা জানা যায় Delhi Development Authority- র হাউস সেকশনের জনৈক কর্মচারীর স্বীকারোক্তি থেকে-- /ঙ্প্সব্ধ. ন্দ্বপ্সস্মাপ্তপ্সভন্দ্বন্দ্বব্দস্থ স্মান্দ্বপ্সস্মাপ্তন্দ্ব ন্দ্রজ্ঞপ্সপ্স ব্ধড়ন্দ্ব ব্দপ্তত্তপ্স স্তন্দ্বস্মাব্ধ- বড়ন্দ্বন্ত ভ্রপ্সত্তপ্তস্ত ন্বপ্সত্রজপ্সক্তস্ত স্তপ্সপ্সজ ব্ধপ্স স্তপ্সপ্সজক্রস্তত্রব্দপ্স ব্ধপ্স ব্দন্দ্বন্দ্ব স্মান্দ্বপ্সস্মাপ্তন্দ্ব’ব্দ ত্রপ্তপ্তপ্সব্ধপ্সন্ধব্ধ স্মন্ত্রস্মান্দ্বজব্দ. বড়ন্দ্বন্ত ভ্রপ্সজপ্স ক্তস্তন্দ্বজত্র প্তপ্সব্ধ প্সন্দ্র স্মাজন্দ্বব্দব্দত্তজন্দ্ব. বড়ন্দ্বন্ত ড্রস্ত স্থন্দ্ব ব্ধপ্সপ্তস্ত ব্ধড়্রব্ধ

ধ্বড়ন্দ্বস্তু ভ্রস্পস্ত্তপুস্তু পুস্পব্দন্দ্ব ধ্বড়ন্দ্বনজ্ঞ ন্দস্পস্ব্ধ নন্দ্র ধ্বড়ন্দ্বস্তু স্তুনস্তু'ধ্ব ন্দ্রনপুপ্ত ব্ধজঞ্চন্দ্বধ্বব্দ ন্দ্রস্পজ্ঞ ব্দধ্বন্দ্বজ্ঞনপুনস্ত্রধ্বনস্পস্থ ব্রস্পন্দ্ব ধ্বড়ন্দ্ব ঢজ্ঞস্পঃ প্পব্রজ্ঞস্পন্দ্বধ্বস্থ ঢধ্ব ভ্রব্দ স্তুন্দ্বপ্পস্পপুনব্দড়ন্দ্বস্তু. ট্রধ্ব ধ্বড়ন্দ্ব ধ্বনপ্পন্দ্ব স্পন্দ্র স্তুন্দ্বপ্পস্পপুনধ্বনস্পঃ ধ্বড়ন্দ্ব বজ্ঞস্তুন্দ্বজ্ঞব্দ ভ্রন্দ্বজ্ঞন্দ্ব ধ্বস্পপুস্তু ধ্বড়ব্রধ্ব ধ্বড়ন্দ্বস্তু স্তুস্পস্ত্তপুস্তু ঃস্পধ্ব ঋন্দ্বধ্ব ঃন্দ্বভ্র ম্পপুস্পধ্বব্দ ত্তুপুন্দ্বব্দব্দ ধ্বড়ন্দ্বস্তু ভ্রন্দ্বজ্ঞন্দ্ব ব্দধ্বন্দ্বজ্ঞনপুনভ্রন্দ্বস্তু স্পজ্ঞ ষ্ক্লন্দ্ব স্তুব্দন্দ্বব্দ.* টুপুপুস্পধ্বপ্পন্দ্বঃধ্ব পুন্দ্বধ্বধ্বন্দ্বজটি ছিল---

DDA Family Planning Center Allotment Order/Form

1) Name and Age
2) Father's Name
3) Plot
4) No. Of Family Members
5) Date of Voluntary Sterilization
6) Nature of Assistance Claimed
7) Other

Signature of Applicant

Date খন্দ্রন্দ্রনস্তুন্দ্বজ্ঞ-ন্স ট্রড়্রজ্ঞন্ধন্দ্ব.

চিত্রকল্প

"All dhabas all over look the same- kerosene lamps. Cracked tables, abundant bustle, urchin-waiters, a sweaty toughie yelling at them, crates of indigenous Coke surrogates, an enticing smell of tandoori rotis and Chhole mingling with the stench of the drains."

অগস্ত্যর অস্থিরতা

দিল্লীবাসী অগস্ত্য মদনাকে যেন মেনে নিতে পারে না। অথচ মদনা তো ভারতবর্ষেরই। এখান থেকে সমস্যা তৈরী হয়। পাশাপাশি, সরকারী নানা অফিসে কাজ দেখার প্রেক্ষিতে তার বিভ্রান্তি আরো বাড়ে। সঙ্গে জড়িয়ে যায় একাকীত্ব। কখনো গীতা পড়ে। কখনো ডায়েরী লেখে কখনো মারিজুয়ানার আশ্রয় নিতে হয়, নেয়। তবু অপছন্দেরতালিকা দীর্ঘ হয়। উৎসাহ হারায় অগস্ত্য। ফলতঃ টিফিনের পর আর অফিসে বা দপ্তরে যায় না অফিসে অফিসে হেনা-তেনা মিটিং, নয়তো জীপে করে কেবল ঘোরা, আবার এর সঙ্গে যুক্ত হয় সরকারী অফিসের দুরারোগ্য ব্যাধি-- সচেতন গাফিলতি, অবহেলা, সরকারী পয়সার নয়ছয়, নয়তো গরিব ঠকানো কায়দা--- এসব অগস্ত্যকে ক্লান্ত করে, বিরক্ত করে। সে বুঝেছে এগুলো ফাঁকা, অর্থহীন। দলে বিশ্বাসহীনতার আবর্তে অগস্ত্য প্রতিদিনই ঘুরপাক খেয়েছে। এজন্যই সম্ভবত ঢট্রত্র চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা একাধিকবার ভেবেছে। জানিয়েছে তার ইচ্ছে বাবাকে, কাকাকে --- ওদের সমর্থন পায় নি। সে সুখী হতে চেয়েছে। সে চাওয়া খুব সামান্য। গ্যারেজে গাড়ি--- ঘরে বিদেশী কোম্পানির মিউজিক সিস্টেম,মদদ কিংবা মারিজুয়ানা, নয়তো সব ান্ধব আড্ডা। বস্তুত এটি মানসিকতার সমস্যা। অগস্ত্য জানায়, সে মোটেই উচচাকাঙক্ষী নয়, দায়িত্ব কিংবা কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে চায় না। কিন্তু কেন? তাহলে কি মানতে হয় অগস্ত্য ভী-প্রজন্মের। খেয়াল রাখবে, দিল্লীবাসী বন্ধুরা অনুরূপ মানসিকতার কথা   মদন এবং ধ্রুব দুজনেই অসুখী তাদের চাকরির জায়গায়। যদিও অগস্ত্য এ দুজনের কাউকেই তার প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করে নি। মার্কাস অরেলিয়াসের ধ্যানসংকলন পাঠ কখনো তাকে বিশোধনের কাছে টেনে নেয়। কিন্তু সফল হয় না। মার্কাস তাকে বিশোধিত করতে পারেন না। তা না হবে, মার্কাসের /বস্পস্ত্রস্তু ঢ ড্রন্দ্ব ঋস্পধ্ব প্পস্তুব্দন্দ্বপুন্দ্র স্পস্তুধ্ব স্পন্দ্র ত্রপুপ্ত প্পস্তু ম্পন্দ্বজ্ঞম্পপুন্দ্বপ্রনধ্বনন্দ্বব্দ, স্পজ্ঞ জ্ঞব্রধ্বড়ন্দ্বজ্ঞ, ঢ ড্রন্দ্ব ঋস্পধ্ব ধ্বড়ন্দ্ব ম্পন্দ্বজ্ঞম্পপুন্দ্বপ্রনধ্বনন্দ্বব্দ স্পস্তুধ্ব স্পন্দ্র প্পস্তুব্দন্দ্বপুন্দ্র- ন্দ্রস্পজ্ঞ ধ্বড়ন্দ্বস্তু ভ্রন্দ্বজ্ঞন্দ্ব ঃস্পধ্ব ভ্রনধ্বড়স্পস্তুধ্ব, স্তুধ্ব ভ্রনধ্বড়ন্স, ধ্বড়ন্দ্বস্তু প্পব্রস্তু ন্স প্পস্তু স্পভ্রু স্পস্তুধ্বপুস্পস্পন্স.* পড়েও কেন তার মনে হবে যে রোমান রাজার ধ্যানঋদ্ধ উচচারণ মিথ্যে। কেননা মার্কাসই বলেছেন বা বলা যাক সুপরামর্শ দিয়েছেন Adapt thyself to the things with which thy has received thy portion, love them, স্তুধ্ব স্তুস্প নধ্ব ধ্বজ্ঞস্তুপুস্তু ছব্দন্সস্তুন্দ্বজ্ঞন্দ্বপুস্তু ছচস্পস্পন্স দ্দঢঙ্গ৩৯গ্ন

রোমান রাজা (A.D. 160 – 80) মার্কাস আরেলিয়াস আন্তোনিয়াসকে মহারাজা হাড্রিয়ানের ইচ্ছাতে আন্তোনিয়াস প্লাস দত্তক নেন। তাঁর বারো অধ্যায়ের 'ত্তন্দ্বস্তুনব্রধ্বনস্পঃব্দ' বইটি আশ্চর্যজনকভাবে আজো লভ্য। গ্রীক ভাষায় রচিত

বইটি পড়লে তাঁকে (মার্কাস) একজন সুখপ্রত্যাশী অথচ বিভ্রান্ত, নিরাশামুখর ব্যক্তি বলে মনে হয় যিনি মৃত্যুভীতির বিপক্ষে Stoic দর্শনে ও আত্ম - ধ্যানের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

ইংলিশ আগস্ট বইটার শেষ লাইনে He (Augastya) Watched the passing hinter land and looked forward to meeting his father. বাক্যটি রয়েছে। অর্থাৎ অগস্ত্যর ভূমিকায় কী ব্যর্থতা প্রতিষ্ঠা পাচেছ? সদ্য আমলা (আই. এ. এস) অগস্ত্য পুরানো বৃটিশ আমলের আমলা (আই. সি. এস.) বর্তমানে রাজ্যপাল, মধুসূদন সেনের কাছে ফিরে যাচেছ পরামর্শেরজন্য --- চাকরিতে সে থাকবে কি না! ব্যক্তি অগস্ত্য এক্ষেত্রে একা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। অগস্ত্যর মানসিক অবস্থাকে বিখ্যাত রোমান বাগ্মী ও রাজনীতিক মার্কস তুলিয়াস সিসেরো (106-43 B.C) কথায় মিলিয়ে নেওয় া যায় ট্ু প্লন্স্তু ভ্রনব্ধড়প্সত্তব্ধ ন্দব্দব্ধজত্তন্তব্ধনপ্স্ন স্তু ংস্প প্লপ্সজন্দ স্তুব্ধজ ন্দ্রজত্তনব্ধ.* তবু সিদ্ধান্তে আসার আগে দুটো র ূপালি রেখার বিষয় খেয়াল করব

ছিপন্থি পর্ব এবং

বাবা রামান্নার কুষ্ঠাশ্রম

নকশাল অধ্যুষিত একমাত্র কুয়ো শুকিয়ে যাওয়া ছিপান্থি হতদরিদ্র আদিবাসীদের গ্রাম। সেখানে জলের গাড়ী দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং ৪০ বছর ধরে সরকারী সাহায্য - স্বীকৃতি ছাড়াই বাবা রামান্নার বৃহৎ কুষ্ঠাশ্রম চালানো --- এ দুটোই প্রকৃত অর্থে সদর্থক কাজ। মদনা তথা ভারতবর্ষের স্বভাব-উদাসীন সরকারী পরিমণ্ডলের বিপরীতে এসব সেবাই মনুষ্যত্বের ধারণাতে প্রতিষ্ঠা দেয়, দেয় দিশা। কিন্তু এই দিশার ক্ষেত্রে, ঋাসী কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে অগস্ত্য যেন একটি অক্ষম অস্তিত্ব। অতি সহজেই পরাভবকে মেনে নিতে উৎসাহী। তাই সে তেলেঙ্গানার নকশাল কর্মীপ্রকাশ রাও কিংবা বাবা রামান্ন া এবং তার পুত্র রামন করন্থকে নিপায় ঈর্ষায় নিয়ে নেয়। অথচ এই পটভূমিকায় মার্কাস অরেলিয়াসের ধ্যানী লেখনই তে া বিশেষ উপায় হতে পারত;

Men exist for the sake of one another.
Teach them then or bear with them.
(Book VIII/59)

যদিও সেটি ঘটে ওঠে না। ওগু-প্রজন্ম যেন এখনো অন্য কারো পরামর্শ/ নির্দেশের অপেক্ষায়। পাঠক খেয়াল করবেন এজন্যই পল্টুকাকুভৎর্সনা করেছিলেন /স্তুপ্সত্ত ন্দব্দব্দস্তু ব্ধপ্স ব্ধজপ্সভ্র ত্তন্দ্ব প্সব্ধত্ত, স্তুপ্সত্ত স্তুন্ধপ্সব্ধ জন্দপ্লন্দ ত্র ত্রস্তুপ্সপুন্দব্দন্তন্দব্ধত্রব্ধ ব্ধভ্রন্দব্ধস্তু ন্দ্রপ্সত্তজ.* অনেকটা অনুরূপভাবে ভার্জিল দান্তেকে বসেছিলেন নাকি

…Expect no more
Sanction of warning voice or sign from me,

মোদ্দা কথা, অগস্ত্যকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হ্যাঁ বা না যেমনই হোক।

পাঠ শেষে আরেকটি বিষয় বর্তমান নিবন্ধপ্রয়াসীর মনে হচ্ছে - IAS অগস্ত্য যেহেতু বৃটিশ প্রবর্তিত। ICS-এর উত্তরসূরি, সেহেতু প্রসঙ্গ পরিবেশের চাপে, কলোনী মনস্কতার নিছক অভ্যেসেই অগস্ত্য নয়া উপনিবেশবাদের শিকার। কারণ উপনিবেশবাদের অনেকগুলো চালু হাতিয়ারের মধ্যে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে অর্থ (Money)। এ ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বে IMF একটি সদাসরব প্রতিষ্ঠান। প্রথম বিশ্বের কর্তৃত্ব (হেজিমনি) তথা প্রভাব স্থায়ী করতে অতি উৎসুক। লক্ষণীয়, IAS অগস্ত্য ফিরে যাচ্ছে ICS মধুসূদনে। ICS বৃটিশ আমলের। বর্তমান ভারতবর্ষ, স্বাধীন ভারতবর্ষ আজ তীব্র ভাবে বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত। বলা বাহুল্য, এই ঋণের প্রায় পুরোটাই আসছে ধনী প্রথম বিশ্বের ভাঁড়ার থেকে। পাশাপাশি, ভ ারতবর্ষে সুশাসন এখনো পর্যন্ত আশানুরূপ স্তরে উন্নীত হতে পারে নি। বৈষম্য, অবিচার এতটাই ব্যাপ্ত যে নয়া উপনিবেশবাদের প্রবক্তাগণ, মূলত পশ্চিমী উন্নত প্রথম বিশ্ব আমাদের মতো দেশকে 'ঠ্রনপুন্দস্তু ত্রব্ধব্ধন্দব্দ' আখ্যা দিচ্ছে। ঠ্রনপুন্দস্তু ত্রব্ধব্ধন্দ সম্পর্কে তাদের নির্ণয় A 'Failed state' can be defined as a state where the government is in near-collapse after longdrawn insurgency or warlords, where most of the public services are either not available or only for powerful people; where basic facilities for a decent life, education, law, civil service are in a state of near-collapse. (The Stateman/22/10/04- Failed State-I by Dipak Basu, Prof of International Economics, Nagasaki University, Japan)

ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন কারণ সকলেই জানেন, ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল সন্ত্রাসবাদী তথা বিচ্ছিন্নতা বাদী কার্যকলাপের বিশেষ ঘাঁ

টি উত্তর পূর্বাঞ্চল, বিহার, কাশ্মীর ইত্যাদি। আরো ইতিমধ্যেই বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ টনি ব্লেয়ার কথিত, ‘ত্নজ্জন্দ্ব-ন্দ্বপ্পস্পব্ধন্ল্লন্দ্ব চ্ব্ধন্দ্বজ্ঝন্দ্ধব্ধনস্প’ ছবড়ন্দ্ব গুব্ত্রজস্তুন্ত্র ঙ্গ ৫-৩-০৪গ্ন ঘটে চলেছে --- চলেছে এই বিশ্বের অন্যান্য অনেক গরীব দেশে, যেমন প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ায় ইউ এন-ন্যাটো, ইস্ট টিমর ও সলোমন আইল্যাণ্ডে অষ্ট্রেলিয়া, রাওণ্ডা - বুন্ডিতে ইউ এন লাইবেরিয়া ও সিয়েরা লিওনে বৃটিশ, আফগানিস্থান ও ইরাকে আমেরিকা ইত্যাদি।

সুতরাং অগস্ত্যর শেষ ভূমিকা বিভ্রান্তি ছড়ায়, ছড়ায় আংশকাও। ফলে, অগস্ত্যর সংকট তথা দ্বন্দ্ব আর ব্যক্তিক থাকে না, বরং তা প্রসারিত হয়ে দেশকে ছুঁয়ে দেয়। কারণ অগস্ত্য বর্তমান প্রজন্মের প্রতিভূ।

অর্থাৎ ‘ইংলিশ অগস্ট’ উপন্যাসে অগস্ত্যর মুখর সচেতন দ্বান্দ্বিকতা বর্তমান ভারতবর্ষেরই গল্প।

সূত্র ঃ-

1) The meditation of the Emperor Marcus Aurelius Antoninus Translated by George Long

2) The Everyday State & Society in Modern India ed. By C. J. Fuller & Veronique Behei

3) ‘India in slow Motion’ – Mark Tully

4) Telangana People’s struggle and its Lessons- P. Sundarayya

5) Young husband- Patrick French

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com